ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি)

প্রিপেইড মিটার গ্রাহক ম্যানুয়াল

Unified Pre-Payment Metering System-এর আওতায় আজিমপুর, লালবাগ, কাজলা, খিলগাঁও, রাজারবাগ, স্বামীবাগ, সাতমসজিদ, শেরেবাংলা নগর, মুগদাপাড়া, তেজগাঁও, মতিঝিল, শ্যামপুর ও মাতুয়াইল, নারিন্দা, বাংলাবাজার, কামরাঙ্গীরচর, শ্যামলী, বাসাবো, মানিকনগর এবং জুরাইন এলাকার গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্য।

সর্বশেষ হালনাগাদ: ১৯ আগস্ট, ২০২৫, মঙ্গলবার

সূচিপত্র

০১। ভূমিকা ২

০২। প্রি-পেইড মিটার কি? ২

০৩। প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারের সুবিধা ও গ্রাহকের করণীয়........ ৩

৩.১। প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারে গ্রাহকের সুবিধা........ ৩

৩.২। প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রাহকের করণীয় ৪

০৪। বিভিন্ন চার্জ সমূহ ৫

৪.১। ডিমান্ড চার্জ ৫

৪.২। মিটার রেন্ট ৫

৪.৩। এনার্জি চার্জ ৫

৪.৪। মূল্য সংযোজন কর ৬

৪.৫। অন্যান্য চার্জ ৬

০৫। কোথা হতে ভেন্ডিং করবেন/ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকা সমূহ ৮

০৬। কিভাবে ভেন্ডিং করবেন? ৮

০৭। প্রি-পেইড মিটারের ডিসপ্লে লিস্ট ৯

৭.১। Shenzhen Inhemeter Co. Ltd. ৯

৭.২। Hexing Electrical Co. Ltd. ৯

৭.৩। TSS Digital Meter ১০

৭.৪। Jamuna Meter Industries Ltd, Bangladesh ১২

৭.৫। Wasion Electric Co., Ltd........ ১৩

৭.৬। Shenzhen Star Instrument Co. Ltd........ ১৩

৭.৭। Cell Electronic Induestries Ltd........ ১৪

৭.৮। Northern Trade International........ ১৫

০৮। প্রি-পেইড মিটারের এরর লিস্ট ১৬

৮.১। Shenzhen Inhemeter Co. Ltd. ১৬

৮.২। Hexing Electrical Co. Ltd..... ১৭
৮.৩। TSS Digital Meter..... ১৭
৮.৪। Jamuna Meter Industries Ltd, Bangladesh ১৯
৮.৫। Wasion Electric Co., Ltd..... ২০
৮.৬। Shenzhen Star Instrument Co. Ltd..... ২০
৮.৭। Cell Electronic Induestries Ltd..... ২০
৮.৮। Northern Trade International..... ২১
০৯। সর্বাধিক জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলি (FAQ) ২২
১০। উপসংহার ৩৭

প্রিপেইড মিটার

১। ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এদেশের জনসাধারণের জন্য শতভাগ বিদ্যুতায়ন সুবিধা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধা ও মানসম্মত সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকার বিদ্যুৎখাতে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক এ খাতের উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে তা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছে। চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সরকার বিদ্যুতের সাশ্রয়ী, দক্ষ, নিরাপদ ও টেকসই ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে এ খাতকে আধুনিকায়ন, স্মার্ট প্রযুক্তি নির্ভর ও গ্রাহক বান্ধব করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাসকরণ, বিদ্যুৎ বিল শতভাগ আদায়, গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন, সুষ্ঠু লোড ম্যানেজমেন্ট ও জনগণের মধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রিপেইড মিটার স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পোস্টপেইড মিটারের ভূতুড়ে বিলের সমস্যা, গ্রাহকের নিকট সময়মতো বিদ্যুৎ বিল না পৌঁছানো, প্রতিমাসে মিটার রিডিং গ্রহণ না করা, ভুল মিটার রিডিং-এর কারণে অতিরিক্ত বিল প্রদানের ঝামেলা, বিদ্যুৎ বিল জমা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত ঝামেলা, মিটার রিডারদের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ দূর করে উন্নত গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকল্পে এবং বিদ্যুৎ খাতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিদ্যুতের সাশ্রয়ী, দক্ষ, নিরাপদ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য প্রিপেইড মিটার স্থাপনের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

২। প্রিপেইড মিটার কী?

প্রিপেইড মিটার এক ধরনের বিশেষ বৈদ্যুতিক মিটার যাতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে মিটার থেকে ধীরে ধীরে টাকা কেটে নেয়া হয় এবং টাকা শেষ হয়ে গেলে মিটারটি এক পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। অতঃপর বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হলে পুনরায় মিটারটি রিচার্জ করতে হয়। প্রিপেইড মিটার দুই প্রকার:

(ক) স্মার্ট কার্ড প্রি-পেইড মিটার ও

(খ) কী-প্যাড প্রি-পেইড মিটার।

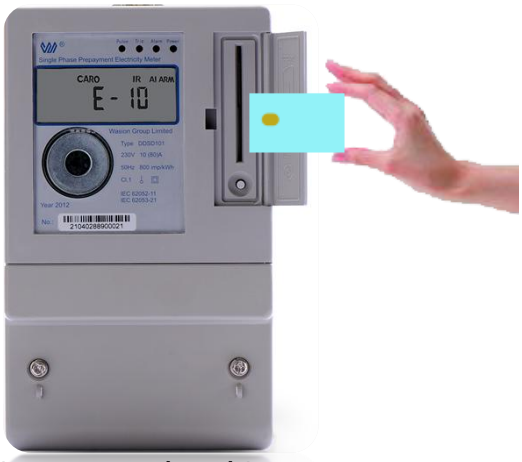

চিত্র-০১ : স্মার্ট কার্ড মিটার

চিত্র-০২: কী-প্যাড মিটার

স্মার্ট কার্ড প্রিপেইড মিটার: স্মার্ট কার্ড প্রিপেইড মিটারিং সিস্টেমে গ্রাহককে একটি স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয়। এই স্মার্ট কার্ডটি ভেন্ডিং স্টেশন থেকে রিচার্জ করে মিটারে প্রবেশ করাতে হয়।

কী-প্যাড প্রিপেইড মিটার: কী-প্যাড প্রিপেইড মিটারিং সিস্টেমে গ্রাহক ভেন্ডিং স্টেশনে রিচার্জ করতে গেলে তাকে একটি টোকেন নাম্বার দেয়া হয়। সেই টোকেন নাম্বারটি মিটারের গায়ে থাকা কী-প্যাড চেপে মিটারে প্রবেশ করাতে হয়।

এছাড়াও মিটার রিচার্জ করার জন্য ব্যবহৃত মিটারিং সিস্টেম সফটওয়্যারের উপর ভিত্তি করে প্রিপেইড মিটারসমূহকে দুইভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে:

(ক) ইউনিফাইড প্রিপেইড মিটার: ডিপিডিসি'র ইউনিফাইড প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেম এর সাথে সংযুক্ত মিটারসমূহকে ইউনিফাইড প্রিপেইড মিটার বলা হয়ে থাকে। হেক্সিং মিটার, টিএসএস মিটার, যমুনা মিটার, ইনহে মিটার, BSECO মিটার কোম্পানির সকল মিটার ইউনিফাইড প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেম এর সাথে সংযুক্ত রয়েছে এবং মিটার রিচার্জ/ভেন্ডিং সংক্রান্ত সকল কাজ উক্ত মিটারিং সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। Wasion মিটারসমূহের মধ্যে যে সকল মিটারের নম্বর "DW" এবং "AZ" দিয়ে শুরু হয়েছে, সেসকল মিটার বাদে বাকি মিটারসমূহ ইউনিফাইড প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত রয়েছে।

(খ) নন-ইউনিফাইড প্রিপেইড মিটার: ডিপিডিসি'র নন-ইউনিফাইড প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেম এর সাথে সংযুক্ত মিটারসমূহকে নন-ইউনিফাইড প্রিপেইড মিটার বলা হয়ে থাকে। আজিমপুর-লালবাগ এনওসিএস দপ্তরের আওতাধীন এলাকায় Wasion মিটারসমূহের মধ্যে যে সকল মিটারের নম্বর "DW" এবং "AZ" দিয়ে শুরু হয়েছে, শুধুমাত্র সেসকল মিটারসমূহ নন-ইউনিফাইড প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এই মিটারগুলোকে **নন-ইউনিফাইড প্রিপেইড মিটার** বলা হয়ে থাকে।

কয়েকটি নন-ইউনিফাইড প্রিপেইড মিটারের নম্বর উদাহরণস্বরূপ নিচে উল্লেখ করা হলো:

AZ 00004371, AZ 00001998, AZ 00005989, AZ 00005375, AZ 00004948, AZ 000077897
DW20047987, DW40009628, DW20049984, DW20047777, DW40006626, DW20049222

৩। প্রিপেইড মিটার ব্যবহারে সুবিধা ও গ্রাহকের করণীয়

৩.১। প্রিপেইড মিটার ব্যবহারে গ্রাহকের সুবিধা

প্রিপেইড মিটার স্থাপনের ফলে গ্রাহক নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ পাচ্ছেন:

(ক) গ্রাহক যেকোনো সময়ে দেখতে পারবেন যে, তার কত টাকা খরচ হয়েছে আর কত টাকা অবশিষ্ট আছে অর্থাৎ ব্যবহৃত লোড অনুযায়ী বিদ্যুৎ খরচ মনিটরিং করতে পারে।

(খ) বিদ্যুৎ বিল বকেয়া না হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার দুশ্চিন্তা নেই।

(গ) ভুল মিটার রিডিং এর কারণে অতিরিক্ত বিল কিংবা ভূতুড়ে বিলের কোন ঝামেলা নাই। গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ অনুযায়ী মিটার থেকে টাকা কর্তন করা হয়।

(ঘ) মিটারে ব্যালেন্স শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই মিটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহককে লো-ক্রেডিট সংকেত দিবে, ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারে গ্রাহক আরও অধিক সচেতন হবে এবং যথাসময়ে রিচার্জ/ ভেন্ডিং করতে পারবে।

(ঙ) গ্রাহকের সুবিধার্থে প্রতিদিন বিকাল ৪:০০ টা থেকে পরের দিন সকাল ১০:০০ টা পর্যন্ত ফ্রেন্ডলি আওয়ার হিসেবে এবং সাপ্তাহিক ছুটি সহ সকল ছুটির দিন মিটারে ব্যালেন্স শেষ হলেও ক্রেডিট-এ বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল থাকে, যা পরবর্তী রিচার্জের সময় সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

(চ) জরুরি মুহূর্তে মিটারের ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলে মিটারে ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স চালুর মাধ্যমে (সিঙ্গেল ফেজ মিটার: ২০০ টাকা ও থ্রি-ফেজ মিটার: ৫০০ টাকা পর্যন্ত) গ্রাহক বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারেন, যা পরবর্তী রিচার্জের সময় সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

(ছ) প্রিপেইড মিটারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিল জমা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত ঝামেলা পোহাতে হয় না। ঘরে বসেই বিকাশ, রকেট প্রভৃতির মাধ্যমে প্রিপেইড মিটার রিচার্জ করা যায়। ফলে বিল পরিশোধের সময় সাশ্রয় হয়।

(জ) প্রিপেইড মিটার গ্রাহকগণ ০.৫% হারে রিবেট স্বরূপ অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সুবিধা পেয়ে থাকেন।

(ঝ) প্রিপেইড মিটার ব্যবহারের ফলে ভাড়াটিয়া কিংবা সরকারি আবাসনে বিলিং জটিলতা নিরসন হয়।

৩.২। প্রিপেইড মিটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রাহকের করণীয়

প্রিপেইড মিটার ব্যবহারকারী গ্রাহকগণকে মিটারসমূহ ব্যবহারে অধিক যত্নশীল ও দায়িত্ববান হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রিপেইড মিটারের কারিগরি ও ব্যবহারিক বিষয়াদি সম্পর্কে গ্রাহকের জানা থাকা আবশ্যক। প্রয়োজনে ডিপিডিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রিপেইড মিটার ব্যবহারের ম্যানুয়াল দেখা যেতে পারে। এছাড়াও নিকটস্থ এনওসিএস দপ্তরসমূহে এবং ডিপিডিসি'র কলসেন্টারে (**১৬১১৬**) যোগাযোগ করা যেতে পারে। প্রিপেইড মিটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রাহকের করণীয় সম্পর্কে নিচে উল্লেখ করা হলো:

(ক) **স্মার্ট-কার্ড প্রিপেইড মিটারের ক্ষেত্রে,** রিচার্জের জন্য স্মার্ট-কার্ডটি মিটারে সোজাসুজিভাবে প্রবেশ করাতে হবে। স্মার্ট-কার্ডটি মিটারে প্রবেশের পর তাড়াহুড়ো করে বের করে নেওয়া যাবে না। মিটারটি সফলভাবে রিচার্জ সম্পন্ন হওয়ার সংকেত মিটারের স্ক্রিনে দেখে নিশ্চিত হওয়ার পর স্মার্ট-কার্ডটি বের করতে হবে।

(খ) **কী-প্যাড প্রিপেইড মিটারের ক্ষেত্রে,** মিটারে টোকেন প্রবেশের সময় কী-প্যাডের বাটনসমূহ হাতের আঙুলের সাহায্যে যত্নের সাথে চাপতে হবে। জোরে জোরে কী-প্যাড চাপা থেকে বিরত থাকতে হবে। হাতের আঙ্গুল ব্যতিত লাঠি, কাঠ বা কোন ধাতব দণ্ডের সাহায্যে কী-প্যাড চাপ দেওয়া যাবে না।

(গ) প্রিপেইড মিটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধিক যত্নশীল ও দায়িত্ববান হতে হবে।

(ঘ) প্রিপেইড মিটারের বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সংযোগে কোনো রকম পরিবর্তন করা যাবে না।

(ঙ) প্রিপেইড মিটারের কোনো সমস্যার কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে বা প্রিপেইড মিটারের অন্য কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হলে গ্রাহক সঙ্গে সঙ্গে ডিপিডিসি'র সংশ্লিষ্ট এনওসিএস দপ্তরে যোগাযোগ করবেন।

(চ) কোনো অবস্থাতেই গ্রাহক নিজে অথবা কোনো ইলেক্ট্রিশিয়ান দিয়ে প্রিপেইড মিটার মেরামত বা সমস্যা দূরীকরণের জন্য কোন কিছু করবেন না।

(ছ) গ্রাহক কর্তৃক নিজে কিংবা গ্রাহকের পক্ষে কোনো ইলেক্ট্রিশিয়ান কর্তৃক প্রিপেইড মিটারের ক্ষতিসাধন, পরিবর্তন বা অনুরূপ কোন কার্যসাধন করেন, সেক্ষেত্রে বর্তমান বিদ্যুৎ আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

(জ) প্রিপেইড মিটার সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যের জন্য ডিপিডিসি'র ওয়েবসাইট নিয়মিত ভিজিট করুন অথবা ডিপিডিসি'র কলসেন্টারে (**১৬১১৬**) যোগাযোগ করুন।

৪। বিভিন্ন চার্জ সমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (**BERC**) কর্তৃক বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার এবং বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার জন্য চার্জ/ফি নির্ধারণ করে থাকে। জনস্বার্থে এই হার সময়ে সময়ে পুনঃনির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সর্বশেষ **ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি.** তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নিম্নলিখিত চার্জ সমূহ প্রিপেইড মিটারে আরোপ করা হয়েছে:

৪.১। ডিমান্ড চার্জ

ডিমান্ড চার্জ হলো গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের বিপরীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, মালামাল এবং অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্রহণকৃত চার্জ। অনুমোদিত লোডের জন্য প্রতি মাসে ০১ (এক) বার ডিমান্ড চার্জ কর্তন করা হয়। একই মাসে ২য় বা পরবর্তী রিচার্জের ক্ষেত্রে ডিমান্ড চার্জ কর্তন করা হয় না। যদি গ্রাহক কোনো মাসে ভেন্ডিং না করে তাহলে পরবর্তীতে যে মাসে ভেন্ডিং করতে আসবে সেই মাসের আগে যে কয় মাস গ্রাহক ভেন্ডিং করেনি সেই কয় মাসের এবং যে মাসে ভেন্ডিং করতে এসেছে সেই মাসের একসাথে ডিমান্ড চার্জ কর্তন করা হয়ে থাকে। 'এলটি-এ: আবাসিক' শ্রেণীর সিঙ্গেল ফেজের গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, প্রতি কিলোওয়াট ৪২ টাকা হারে প্রতিমাসে একবার ডিমান্ড চার্জ কর্তন করা হয়ে থাকে। এই চার্জ পোস্টপেইড মিটারের ক্ষেত্রে পূর্বেই প্রচলিত ছিল।

উদাহরণ: ধরা যাক, '**এলটি-এ: আবাসিক**' শ্রেণীর সিঙ্গেল ফেজের গ্রাহক ০৩ (তিন) কিলোওয়াট লোড ব্যবহার করে। সেক্ষেত্রে, প্রতি কিলোওয়াট ৪২ টাকা হারে তার প্রতিমাসে ডিমান্ড চার্জ হবে **৩×৪২ = ১২৬ টাকা**)।

৪.২। মিটার রেন্ট

বিদ্যুৎ বিভাগের মে ০৭, ২০১৭ খ্রি. তারিখে প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, প্রিপেইড মিটার বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কর্তৃক প্রদান করা হলে গ্রাহককে প্রতি মাসে ০১ (এক) বার সিঙ্গেল-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে ৪০ টাকা এবং থ্রি-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা মিটার রেন্ট হিসেবে দিতে হবে। একই মাসে ২য় বা পরবর্তী রিচার্জের ক্ষেত্রে মিটার রেন্ট কর্তন করা হয় না। যদি গ্রাহক কোনো মাসে ভেন্ডিং না করে তাহলে পরবর্তীতে যে মাসে ভেন্ডিং করতে আসবে সেই মাসের আগে যে কয় মাস গ্রাহক ভেন্ডিং করেনি সেই কয় মাসের এবং যে মাসে ভেন্ডিং করতে এসেছে সেই মাসের একসাথে মিটার রেন্ট কর্তন করা হয়ে থাকে। প্রিপেইড মিটারের ভাড়া আদায় পদ্ধতি বিদ্যুৎ সংযোগ বহাল থাকা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং কোনো সময় মিটারের কোনো ত্রুটি মেরামত করার প্রয়োজন হলে বা মিটার পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে সংস্থা/কোম্পানি নিজ ব্যয়ে তা করবে এবং গ্রাহক মাসিক ভিত্তিতে মিটার রেন্ট প্রদান করবে। গ্রাহক নিজে খোলাবাজার থেকে মিটার ক্রয় করলে সেক্ষেত্রে মিটার রেন্ট দিতে হবে না। অর্থাৎ প্রিপেইড মিটার গ্রাহকের মালিকানাধীন হলে কোনো মিটার রেন্ট প্রযোজ্য নয়।

৪.৩। এনার্জি চার্জ

প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার/ট্যারিফ রেট অনুযায়ী গ্রাহকের মিটার থেকে এনার্জি চার্জ কর্তন করা হয়।

৪.৪। মূল্য সংযোজন কর

বিদ্যুৎ বিলের উপরে সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হয়ে থাকে। **ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি.** তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, গ্রাহকের মোট বিদ্যুৎ বিলের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে প্রতিবার রিচার্জ/ভেন্ডিং করার সময় মূল্য সংযোজন কর কর্তন করা হবে।

৪.৫। অন্যান্য চার্জ

ডিমান্ড চার্জ, মিটার রেন্ট এবং মূল্য সংযোজন কর ছাড়াও অন্যান্য চার্জ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের নিয়ম অনুসারে প্রতিমাসে একবার কাটা হবে (**প্রযোজ্য ক্ষেত্রে**)।

এখানে উল্লেখ্য যে এনার্জি চার্জ ব্যতীত অন্যান্য চার্জ প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেম সফটওয়্যার (**Pre-Payment Metering System Software**) দ্বারা ভেন্ডিং করার সময় কর্তন করা হয়। শুধুমাত্র এনার্জি চার্জ প্রি-পেইড মিটার দ্বারা বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে মিটার থেকে ধীরে ধীরে কেটে নেওয়া হয়।

উদাহরণ-০১:

ধরা যাক, জালাল সাহেব '**এলটি-এ: আবাসিক**' শ্রেণীর একজন গ্রাহক ০৩ (তিন) কিলোওয়াট লোড ব্যবহার করেন। যদি তিনি ২০২৪ সালের মার্চ মাসের ২০ তারিখে ভেন্ডিং স্টেশনে ১৫০০ টাকা রিচার্জ করতে যান এবং ফেব্রুয়ারি মাসেও যদি রিচার্জ করে থাকেন তাহলে **সিঙ্গেল-ফেজ** মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপ:

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
মূল্য সংযোজন কর ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	১ মাস x (৩ কিলোওয়াট x ৪২)	১২৬.০০
মিটার রেন্ট	১ মাস x ৪০	৪০.০০
মোট চার্জ		**২৩৭.৪৩**
রিবেট ০.৫%	০.৫/১০০.৫*(১৫০০-৪০-৭১.৪৩)	৬.৯১
মোট এনার্জি	১৫০০ – ২৩৭.৪৩ + ৬.৯১	**১২৬৯.৪৮**

(ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী)

গ্রাহকের মিটারে মোট **১২৬৯.৪৮ টাকা** ব্যালেন্স (এনার্জি) হিসেবে যাবে।

যদি **থ্রি-ফেজ** মিটার হয় তাহলে মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপ:

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
মূল্য সংযোজন কর ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	১ মাস x (৩ কিলোওয়াট x ৪২)	১২৬.০০
মিটার রেন্ট	১ মাস x ২৫০	২৫০.০০
মোট চার্জ		**৪৪৭.৪৩**
রিবেট ০.৫%	০.৫/১০০.৫*(১৫০০-২৫০-৭১.৪৩)	৫.৮৬
মোট এনার্জি	১৫০০ – ৪৪৭.৪৩ + ৫.৮৬	**১০৫৮.৪৩**

(ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী)

গ্রাহকের মিটারে মোট **১০৫৮.৪৩ টাকা** ব্যালেন্স (এনার্জি) হিসেবে যাবে।

উদাহরণ-০২:

ধরা যাক, জালাল সাহেব '**এলটি-এ: আবাসিক**' শ্রেণীর একজন গ্রাহক ০৩ (তিন) কিলোওয়াট লোড ব্যবহার করেন। যদি তিনি ২০২৪ সালের মার্চ মাসের ২০ তারিখে ভেন্ডিং স্টেশনে ১৫০০ টাকা রিচার্জ করতে যান এবং ফেব্রুয়ারি মাসে যদি রিচার্জ না করে থাকেন তাহলে **সিঙ্গেল-ফেজ** মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপ:

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
মূল্য সংযোজন কর ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	২ মাস x (৩ কিলোওয়াট x ৪২)	২৫২.০০
মিটার রেন্ট	২ মাস x ৪০	৮০.০০
মোট চার্জ		**৪০৩.৪৩**
রিবেট ০.৫%	০.৫/১০০.৫*(১৫০০-৮০-৭১.৪৩)	৬.৭১
মোট এনার্জি	১৫০০ - ৪০৩.৪৩ + ৬.৭১	**১১০৩.২৮**

(ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী)

গ্রাহকের মিটারে মোট **১১০৩.২৮ টাকা** ব্যালেন্স (এনার্জি) হিসেবে যাবে।

যদি **থ্রি-ফেজ মিটার** হয় তাহলে মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপ:

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
মূল্য সংযোজন কর ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	২ মাস x (৩ কিঃ ওঃ x ৪২)	২৫২.০০
মিটার রেন্ট	২ মাস x ২৫০	৫০০.০০
মোট চার্জ		**৮২৩.৪৩**
রিবেট ০.৫%	০.৫/১০০.৫*(১৫০০-৫০০-৭১.৪৩)	৪.৬২
মোট এনার্জি	১৫০০ - ৮২৩.৪৩ + ৪.৬২	**৬৮১.১৯**

(ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী)

গ্রাহকের মিটারে মোট **৬৮১.১৯ টাকা** ব্যালেন্স (এনার্জি) হিসেবে যাবে।

উদাহরণ-০৩:

ধরা যাক, জালাল সাহেব '**এলটি-এ: আবাসিক**' শ্রেণীর একজন গ্রাহক ০৩ (তিন) কিলোওয়াট লোড ব্যবহার করেন। যদি তিনি ২০২৪ সালের মার্চ মাসের ২০ তারিখে ভেন্ডিং স্টেশনে ১৫০০ টাকা রিচার্জ করতে যান এবং মার্চ মাসে তিনি পূর্বেও কোন রিচার্জ করে থাকেন তাহলে **সিঙ্গেল-ফেজ** মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপ:

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
মূল্য সংযোজন কর ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	০ মাস x (৩ কিলোওয়াট x ৪২)	০.০০
মিটার রেন্ট	০ মাস x ৪০	০.০০
মোট চার্জ		**৭১.৪৩**
রিবেট ০.৫%	০.৫/১০০.৫*(১৫০০-৭১.৪৩)	৭.১১
মোট এনার্জি	১৫০০ - ৭১.৪৩ + ৭.১১	**১৪৩৫.৬৮**

(ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী)

গ্রাহকের মিটারে মোট **১৪৩৫.৬৮ টাকা** ব্যালেন্স(এনার্জি) হিসেবে যাবে।

যদি **থ্রি-ফেজ** মিটার হয় তাহলে মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপ:

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
মূল্য সংযোজন কর ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	০ মাস x (৩ কিলোওয়াট x ৪২)	০
মিটার রেন্ট	০ মাস x ২৫০	০
মোট চার্জ		**৭১.৪৩**
রিবেট ০.৫%	০.৫/১০০.৫*(১৫০০-৭১.৪৩)	৭.১১
মোট এনার্জি	১৫০০ - ৭১.৪৩ + ৭.১১	**১৪৩৫.৬৮**

(ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী)

গ্রাহকের মিটারে মোট **১৪৩৫.৬৮ টাকা** ব্যালেন্স (এনার্জি) হিসেবে যাবে।

৫। কোথা হতে ভেন্ডিং করবেন/ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকা সমূহ:

ডিপিডিসি'র নির্ধারিত প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ পয়েন্টকে **ভেন্ডিং স্টেশন (Vending Station)** বলে। এই মুহূর্তে ডিপিডিসি'র প্রি-পেইড মিটারের ভেন্ডিং নিজস্ব ভেন্ডিং স্টেশনে, বিভিন্ন ব্যাংকে, রবি, গ্রামীণফোন, রকেট, **TeleCash** ও **MYCash** এর নির্ধারিত এজেন্টের মাধ্যমে **POS** মেশিন/মোবাইল অ্যাপস দিয়ে রিচার্জ করা হয়ে থাকে। ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকাসহ পূর্ণ ঠিকানা জানতে নিম্নের অ্যাড্রেসটি ভিজিট করুন:

https://dpdc.org.bd/prepaid/vending

৬। কিভাবে ভেন্ডিং করবেন

উপরে উল্লেখিত ভেন্ডিং স্টেশনসমূহ থেকে প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ/ভেন্ডিং করে প্রয়োজনমত বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবেন। যখন রিচার্জের প্রয়োজন হবে তখন নিচের চিত্রের অনুরূপ পদ্ধতিতে মিটারে কার্ড/টোকেন প্রবেশ করিয়ে **GOOD** অথবা **SUCCESS** লেখা না দেখানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

চিত্র-০৩: কার্ড প্রবেশের নিয়ম

চিত্র-০৪: টোকেন প্রবেশের নিয়ম

৭। প্রিপেইড মিটারের ডিসপ্লে লিস্ট

বর্তমানে ডিপিডিসিতে **Shenzhen Inhemeter Co. Ltd.** এর সিঙ্গেল-ফেজ ও থ্রি-ফেজ প্রিপেইড মিটার, **Hexing Electrical Co. Ltd.** –এর সিঙ্গেল ফেজ এবং থ্রি-ফেজ প্রিপেইড মিটার, **TSS Digital Meter** -এর সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ প্রিপেইড মিটার, **Jamuna Meter Industries Ltd.** –এর সিঙ্গেল ফেজ প্রিপেইড মিটার, **Wasion Electric Co., Ltd.**–এর সিঙ্গেল ফেজ প্রিপেইড মিটার, **Shenzhen Inhemeter Co. Ltd.-** সিঙ্গেল-ফেজ এবং থ্রি-ফেজ প্রিপেইড মিটার, **Cell Electronic Industries Ltd.**–এর সিঙ্গেল ফেজ প্রিপেইড মিটার এবং **Northern Trade International**–এর সিঙ্গেল ফেজ প্রিপেইড মিটার ব্যবহৃত হচ্ছে। নিম্নে বিভিন্ন কোম্পানির মিটারসমূহের ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত বিভিন্ন কোড এর বর্ণনা দেওয়া হলো:

৭.১। Shenzhen Inhemeter Co. Ltd.

Shenzhen Inhemeter Co. Ltd.-এর সিঙ্গেল-ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটার ও থ্রি-ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটারের বিভিন্ন কোড এবং কোডসমূহের অর্থ নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

কোড (সিঙ্গেল ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
000	মিটারে বর্তমানে কত টাকা আছে অর্থাৎ মিটারের ব্যালেন্স দেখার জন্য
001	বর্তমান মাসে কি পরিমাণ ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
002	এই মিটার চালুর পর এ যাবৎ কত ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
003	বর্তমানে মিটার যে ট্যারিফ রেটে বিদ্যুতের বিল হিসাব করছে তা দেখার জন্য

কোড (থ্রি ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
c.50.1	মিটারে বর্তমানে কত টাকা আছে অর্থাৎ মিটারের ব্যালেন্স দেখার জন্য
15.9.0	বর্তমান মাসে কি পরিমাণ ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
15.8.0	এই মিটার চালুর পর এ যাবৎ কত ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
c.70.1	বর্তমানে মিটার যে ট্যারিফ রেটে বিদ্যুতের বিল হিসাব করছে তা দেখার জন্য

৭.২। Hexing Electrical Company Ltd.

Hexing Electrical Co. Ltd.–এর সিঙ্গেল-ফেজ ও থ্রি-ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটার ও কি-প্যাড মিটারের বিভিন্ন কোড এবং কোডসমূহের অর্থ নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

কোড (সিঙ্গেল ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
C.51.0	মিটারে বর্তমানে কত টাকা আছে অর্থাৎ মিটারের ব্যালেন্স দেখার জন্য
1.9.0	বর্তমান মাসে কি পরিমাণ ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
1.8.0	এই মিটার চালুর পর এ যাবৎ কত ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
C3.7E	বর্তমানে মিটার যে ট্যারিফ রেটে বিদ্যুতের বিল হিসাব করছে তা দেখার জন্য

কোড (থ্রি ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
C.51.0	মিটারে বর্তমানে কত টাকা আছে অর্থাৎ মিটারের ব্যালেন্স দেখার জন্য
1.9.0	বর্তমান মাসে কি পরিমাণ ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
1.8.0	এই মিটার চালুর পর এ যাবৎ কত ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
C37.d	বর্তমানে মিটার যে ট্যারিফ রেটে বিদ্যুতের বিল হিসাব করছে তা দেখার জন্য
E9.27	মিটারের বর্তমান সিকোয়েন্স নম্বর দেখার জন্য

কোড (সিঙ্গেল ফেজ কী-প্যাড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
801	মিটারে বর্তমানে কত টাকা আছে অর্থাৎ মিটারের ব্যালেন্স দেখার জন্য
814	বর্তমান মাসে কি পরিমাণ ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
800	এই মিটার চালুর পর এ যাবৎ কত ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
886	বর্তমানে মিটার যে ট্যারিফ রেটে বিদ্যুতের বিল হিসাব করছে তা দেখার জন্য

কোড (থ্রি ফেজ কী প্যাড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
801	মিটারে বর্তমানে কত টাকা আছে অর্থাৎ মিটারের ব্যালেন্স দেখার জন্য
814	বর্তমান মাসে কি পরিমাণ ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
800	এই মিটার চালুর পর এ যাবৎ কত ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
886	বর্তমানে মিটার যে ট্যারিফ রেটে বিদ্যুতের বিল হিসাব করছে তা দেখার জন্য

৭.৩। TSS Digital Meter

TSS Digital Meter-এর সিঙ্গেল-ফেজ স্মার্ট-কার্ড মিটার ও থ্রি-ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটারের বিভিন্ন কোড এবং কোডসমূহের অর্থ নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

কোড (সিঙ্গেল ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
1	মিটারটি প্রিপেইড মোডে আছে কিনা তা দেখার জন্য
5	মিটারে বর্তমানে কত টাকা আছে অর্থাৎ মিটারের ব্যালেন্স দেখার জন্য
6	এই মিটার চালুর পর এ যাবৎ কত ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
7	বর্তমান মাসে কি পরিমাণ টাকা ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
8	বর্তমান মাসে কি পরিমাণ ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
9	গত মাসের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ খরচ (টাকা) দেখার জন্য
10	গত মাসের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ খরচ (ইউনিট) দেখার জন্য
13	বর্তমানে মিটার যে ট্যারিফ রেটে বিদ্যুতের বিল হিসাব করছে তা দেখার জন্য
14	বর্তমান বিদ্যুতের হার দেখার জন্য
15	মিটারের বর্তমান তারিখ কত তা দেখার জন্য
16	মিটারের বর্তমান সময় কত তা দেখার জন্য

17	অ্যাক্টিভ পাওয়ার দেখার জন্য
18	ভোল্টেজ দেখার জন্য
21	পাওয়ার ফ্যাক্টর দেখার জন্য
22	মিটার কতগুলো টোকেন গ্রহণ করেছে তার সংখ্যা দেখার জন্য
23	মিটার কতগুলো টোকেন বর্জন করেছে তার সংখ্যা দেখার জন্য
24	ইমার্জেন্সি ক্রেডিটের লিমিট দেখার জন্য
26	মিটারের বর্তমান সিকোয়েন্স নম্বর দেখার জন্য
29	ছুটির দিন দেখার জন্য
30	ফ্রেন্ডলি আওয়ার দেখার জন্য

কোড (থ্রি ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে)	**কোডের অর্থ**
1	মিটারটি প্রিপেইড মোডে আছে কিনা তা দেখার জন্য
5	মিটারে বর্তমানে কত টাকা আছে অর্থাৎ মিটারের ব্যালেন্স দেখার জন্য
6	এই মিটার চালুর পর এ যাবৎ কত ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
14	বর্তমান মাসে কি পরিমাণ টাকা ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
15	বর্তমান মাসে কি পরিমাণ ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
16	গত মাসের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ খরচ (টাকা) দেখার জন্য
17	গত মাসের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ খরচ (ইউনিট) দেখার জন্য
20	বর্তমানে মিটার যে ট্যারিফ রেটে বিদ্যুতের বিল হিসাব করছে তা দেখার জন্য
21	বর্তমান বিদ্যুতের হার দেখার জন্য
22	মিটারের বর্তমান তারিখ কত তা দেখার জন্য
23	মিটারের বর্তমান সময় কত তা দেখার জন্য
39	L1 এর পাওয়ার ফ্যাক্টর দেখার জন্য
40	L2 এর পাওয়ার ফ্যাক্টর দেখার জন্য
41	L3 এর পাওয়ার ফ্যাক্টর দেখার জন্য
42	মোট পাওয়ার ফ্যাক্টর দেখার জন্য
43	বর্তমান মাসের গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর দেখার জন্য
46	ইমার্জেন্সি ক্রেডিটের লিমিট দেখার জন্য
48	মিটারের বর্তমান সিকোয়েন্স নম্বর দেখার জন্য

৭.৪। Jamuna Meter Industries Ltd, Bangladesh.

Jamuna Meter Industries Ltd.-এর সিঙ্গেল-ফেজ কি-প্যাড মিটারের বিভিন্ন কোড এবং কোডসমূহের অর্থ নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

কোড (সিঙ্গেল ফেজ কী-প্যাড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
800	এই মিটার চালুর পর এ যাবৎ কত ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
801	মিটারে বর্তমানে কত টাকা আছে অর্থাৎ মিটারের ব্যালেন্স দেখার জন্য
802	মিটারের বর্তমান তারিখ কত তা দেখার জন্য
803	মিটারের বর্তমান সময় কত তা দেখার জন্য
804	মিটার নম্বর কত তা দেখার জন্য
808	তাৎক্ষনিক ব্যবহৃত লোডের পরিমাণ দেখার জন্য
886	বর্তমানে মিটার যে ট্যারিফ রেটে বিদ্যুতের বিল হিসাব করছে তা দেখার জন্য
889	মিটারের সিকোয়েন্স নম্বর দেখার জন্য
869	বরাদ্দকৃত লোডের পরিমাণ
700	ক্রেডিট লিমিটেশন
806	রিলে অসংযোগের কারণ জানার জন্য
981	ইমার্জেন্সি বালেন্সের পরিমাণ
810	ইমার্জেন্সি বালেন্স পরিমাণের লিমিট
815	সর্বশেষ রির্চাজের তারিখ
816	সর্বশেষ রির্চাজের সময়
817	সর্বশেষ রির্চাজের পরিমাণ
820	গত মাসের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ খরচ(ইউনিট)
821	গত মাসের এক মাস আগের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ খরচ(ইউনিট)
822	গত মাসের দুই মাস আগের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ খরচ(ইউনিট)
823	গত মাসের তিন মাস আগের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ খরচ(ইউনিট)
824	গত মাসের চার মাস আগের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ খরচ(ইউনিট)
825	গত মাসের পাঁচ মাস আগের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ খরচ(ইউনিট)
896	ফ্রেন্ডলি মোডে যে কয়দিন ব্যবহার করা হয়েছে
897	ফ্রেন্ডলি আওয়ার শুরুর সময়
898	ফ্রেন্ডলি আওয়ার শেষের সময়
899	উইক্যান্ড ইন্ডিকেশন
900	ফ্রেন্ডলি মোড
952	মিটার মোড
126	সরকারি ছুটি (মাস ও দিন)
127	সরকারি ছুটি (সাল, মাস ও দিন)
870	ভোল্টেজ
874	কারেন্ট

৭.৫। Wasion Electric Co., Ltd.

Wasion Electric Co., Ltd.-এর সিঙ্গেল-ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটারের বিভিন্ন কোড এবং কোডসমূহের অর্থ নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

কোড (সিঙ্গেল ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
1.82.1	মিটারে বর্তমানে কত টাকা আছে অর্থাৎ মিটারের ব্যালেন্স দেখার জন্য
0.9.1	মিটারের বর্তমান তারিখ কত তা দেখার জন্য
0.9.2	মিটারের বর্তমান সময় কত তা দেখার জন্য
J.1.0	মিটার নম্বর কত তা দেখার জন্য
J.33.b	বর্তমান মাসে কি পরিমাণ ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
J.14.0	মিটারটি কতবার টেম্পার করা হয়েছে তা দেখার জন্য
J.A.5	বর্তমানে মিটারটি কি অবস্থায় আছে তা দেখার জন্য
J.E.I	বর্তমানে মিটার যে ট্যারিফ রেটে বিদ্যুতের বিল হিসাব করছে তা দেখার জন্য
1.8C.A	সর্বশেষ কত টাকা রিচার্জ করা হয়েছিল তা দেখার জন্য
J.2.80.1	সর্বশেষ কবে রিচার্জ করা হয়েছিল তা দেখার জন্য
1.8C.2	এই মিটার চালুর পর এ যাবৎ কত টাকা রিচার্জ করা হয়েছে তা দেখার জন্য
1.8C.8	ইমার্জেন্সি ব্যালেন্সের পরিমাণ
0.9.2	ফ্রেন্ডলি আওয়ার
0.9.3	উইক্যান্ড ইন্ডিকেশন
F.7.0	মিটারের ইন্সট্যান্স পাওয়ার দেখার জন্য

৭.৬। Shenzhen Star Instrument Co. Ltd

Shenzhen Star Instrument Co. Ltd.-এর সিঙ্গেল-ফেজ কী-প্যাড মিটারের বিভিন্ন কোড এবং কোডসমূহের অর্থ নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

কোড (সিঙ্গেল ফেজ কী-প্যাড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ	কোড (সিঙ্গেল ফেজ কী-প্যাড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
যেকোনো	শ্রবণযোগ্য অ্যালার্ম বাতিল করা	০০	সক্রিয় জরুরি ক্রেডিট
৮০০	মোট সক্রিয় শক্তি (কিলোওয়াট)	৮১৭	সর্বশেষ রিচার্জের পরিমাণ
৮০১	অবশিষ্ট ব্যালেন্স (টাকা)	৮১৯	বর্তমান ট্যারিফ
৮০২	বর্তমান তারিখ	৮৩০	সর্বশেষ রিচার্জের টোকেন কোড
৮০৩	বর্তমান সময়	৮৬৯	পাওয়ার লোড সীমা(কিলোওয়াট)
৮০৪	মিটার সিরিয়াল নাম্বার	৮৭০	ভোল্টেজ
৮০৬	রিলে অপারেশন কারণ	৮৭৪	কারেন্ট
৮১০	জরুরি ক্রেডিট সীমা	৮৭৭	পাওয়ার
৮১১	সক্রিয় জরুরি ক্রেডিট	৮৮৯	বর্তমান টোকেন সিকোয়েন্স
৮১৫	সর্বশেষ রিচার্জের তারিখ	৯৮১	জরুরি ক্রেডিট ব্যালেন্স
৮১৬	সর্বশেষ রিচার্জের সময়	৯৮৫	মোট ব্যবহৃত ক্রেডিট

Shenzhen Star Instrument Co. Ltd.-এর থ্রি-ফেজ কী-প্যাড মিটারের বিভিন্ন কোড এবং কোডসমূহের অর্থ নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

কোড (থ্রি-ফেজ কী-প্যাড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ	কোড (থ্রি-ফেজ কী-প্যাড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
যেকোনো	শ্রবণযোগ্য অ্যালার্ম বাতিল করা	০০	সক্রিয় জরুরি ক্রেডিট
৮০০	মোট সক্রিয় শক্তি (কিলোওয়াট)	৮১৭	সর্বশেষ রিচার্জের পরিমাণ
৮০১	অবশিষ্ট ব্যালেন্স (টাকা)	৮১৯	বর্তমান ট্যারিফ
৮০২	বর্তমান তারিখ	৮৩০	সর্বশেষ রিচার্জের টোকেন কোড
৮০৩	বর্তমান সময়	৮৬৯	পাওয়ার লোড সীমা(কিলোওয়াট)
৮০৪	মিটার সিরিয়াল নাম্বার	৮৭০/৮৭১/৮৭২	ভোল্টেজ এ/বি/সি
৮০৬	রিলে অপারেশন কারণ	৮৭৪/৮৭৫/৮৭৬	কারেন্ট এ/বি/সি
৮১০	জরুরি ক্রেডিট সীমা	৮৭৭/৮৭৮/৮৭৯	পাওয়ার এ/বি/সি
৮১১	সক্রিয় জরুরি ক্রেডিট	৮৮৯	বর্তমান টোকেন ক্রম নং
৮১৫	সর্বশেষ রিচার্জের তারিখ	৯৮১	জরুরি ক্রেডিট ব্যালেন্স
৮১৬	সর্বশেষ রিচার্জের সময়	৯৮৫	মোট ব্যবহৃত ক্রেডিট

৭.৭। Cell Electronic Industries Ltd.

Cell Electronic Industries Ltd.-এর সিঙ্গেল-ফেজ কী-প্যাড মিটারের বিভিন্ন কোড এবং কোডসমূহের অর্থ নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

কোড (সিঙ্গেল-ফেজ কী-প্যাড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ	কোড (সিঙ্গেল-ফেজ কী-প্যাড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
৮০০	মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ	৮৮৯	টোকেন সিকোয়েন্স
৮০১	বর্তমান টাকার পরিমাণ	৮৯৪	ফ্রেন্ডলি মোড টাকার পরিমাণ
৮০২	তারিখ	৮৯৫	ফ্রেন্ডলি মোড কয়দিন ব্যবহার করা যাবে
৮০৩	সময়	৮৯৬	ফ্রেন্ডলি মোড টাকার ব্যবহারের সময়
৮০৪	মিটার নাম্বার	৮৯৭	ফ্রেন্ডলি মোড শুরুর সময়
৮১০	জরুরি টাকার পরিমাণ	৮৯৮	ফ্রেন্ডলি মোড শেষ সময়
৮১২	অ্যালার্ম বন্ধ	৮৯৯	সাপ্তাহিক ছুটির দিন
৮১৪	বর্তমান মাসের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ	৯০০	ফ্রেন্ডলি মোড অবস্থা
৮১৫	সর্বশেষ রিচার্জের তারিখ	৯২১	ব্যবহৃত ছুটির দিন
৮১৬	সর্বশেষ রিচার্জের সময়	৯২২	বর্তমান মাসের ব্যবহৃত টাকা
৮১৭	সর্বশেষ রিচার্জের পরিমাণ	৯২৩	গত মাসের ব্যবহৃত টাকা
৮৬৮	রিলে সংযোগ/রিলে বিচ্ছিন্ন	৯২৪	গত ২ মাসের ব্যবহৃত টাকা
৮৬৯	বর্তমান বিদ্যুৎ সীমা কিলোওয়াট	৯২৫	গত ৩ মাসের ব্যবহৃত টাকা
৮৭০	ফেজ ভোল্টেজ	৯২৬	গত ৪ মাসের ব্যবহৃত টাকা

৮৭৪	ফেজ কারেন্ট	৯২৭	গত ৫ মাসের ব্যবহৃত টাকা
৮৭৭	চলমান বিদ্যুৎ কিলোওয়াট	৯২৮	গত ৬ মাসের ব্যবহৃত টাকা
৮৮৬	বর্তমান ট্যারিফ মূল্য	৭৮৮	গত-১ থেকে ১২ মাসের ব্যবহৃত টাকা
৮৮৭	বর্তমান স্টেপ ট্যারিফ	৯৮১	ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স
৮৮৮	মূল্য দেখার ফিরতি টোকেন	৮৬৫	মিটার অ্যাকটিভ কোড

৭.৮। Northern Trade International

Northern Trade International-এর সিঙ্গেল-ফেজ কী-প্যাড মিটারের বিভিন্ন কোড এবং কোডসমূহের অর্থ নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

কোড (সিঙ্গেল-ফেজ কী-প্যাড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ	কোড (সিঙ্গেল-ফেজ কী-প্যাড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
৮০০	মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ	৮০৮	বর্তমান চলমান লোড
৮০১	বর্তমান টাকার পরিমাণ	৮০৯	ট্যারিফ সূচক নম্বর
৮০২	বর্তমান তারিখ	৮১০	জরুরি সর্বোচ্চ টাকার পরিমাণ
৮০৩	বর্তমান সময়	৮১১	জরুরি টাকা চালুকরণ
৮০৪	মিটারের সিরিয়াল নম্বর	৮১২	অ্যালার্ম বন্ধ করা।
৮০৬	রিলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ	৮১৩	গতকালের মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ
৮০৭	মিটারের স্ট্যাটাস	৮১৪	বর্তমান মাসের মোট বিদ্যুৎ বিতরণের পরিমাণ
৮৩০	গত রিচার্জের টোকেন কোড	৮১৫	গত রিচার্জের তারিখ
৮৬৮	রিলে টেস্টিং	৮১৬	গত রিচার্জের সময়
৮৬৯	সর্বোচ্চ অনুমোদিত লোড	৮১৭	গত রিচার্জের পরিমাণ
৮৭০	ফেইজ ভোল্টেজ	৮১৮	লগ অফ রিটার্ন টোকেন
৮৭৪	ফেইজ কারেন্ট	৮২০	গত মাসের মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ
৮৭৫	নিউট্রাল কারেন্ট	৮৯৯	সাপ্তাহিক ছুটির দিন
৮৭৭	ফেইজ পাওয়ার	৯০০	ফ্রেন্ডলি মোডের স্ট্যাটাস
৮৭৮	নিউট্রাল পাওয়ার	৯১৬	গত মাসের গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর
৮৮০	দৈনিক গড় বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ	৯১৭	লো-ক্রেডিট সতর্কীকরণ
৮৮১	প্রতি মাসের গড় বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ	৯২১	ব্যবহৃত ছুটির দিন
৮৮৬	বর্তমান ট্যারিফ এর মূল্য	৯২২	বর্তমান মাসের বিদ্যুৎ ব্যবহারের টাকার পরিমাণ
৮৮৭	বর্তমান স্টেপ ট্যারিফ এর মূল্য	৯২৩	গত মাসের বিদ্যুৎ ব্যবহারের টাকার পরিমাণ
৮৮৯	বর্তমান টোকেনের সিকোয়েন্স নং	৯৫২	প্রি-পে অথবা পোস্ট-পে মোড

৮৯০	টোকেন কতবার বাতিল হয়েছে	৯৮১	অতিরিক্ত জরুরি টাকার পরিমাণ
৮৯১	টোকেন কত বার গ্রহণ করা হয়েছে	৯৮৫	সর্বমোট ব্যবহৃত টাকার পরিমাণ
৮৯২	রিলে কত বার সংযোগ হয়েছে	৯৮৬	অবশিষ্ট বিদ্যুতের পরিমাণ (আনুমানিক সময়)
৮৯৩	রিলে কত বার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে	৪২০	টার্মিনাল কভার খোলার সর্বশেষ সময়
৮৯৫	ফ্রেন্ডলি মোডে কয়দিন ব্যবহার করা যাবে	৪২১	টার্মিনাল কভার খোলার সর্বশেষ তারিখ
৮৯৬	ফ্রেন্ডলি মোডে কয়দিন ব্যবহার করা হয়েছে	৭০০	সর্বোচ্চ রিচার্জের পরিমাণ
৮৯৭	ফ্রেন্ডলি আওয়ার শুরুর সময়	৭০১	তাৎক্ষণিক পাওয়ার ফ্যাক্টর
৮৯৮	ফ্রেন্ডলি আওয়ার সমাপ্তির সময়	৭০৩	গত মাসের সর্বোচ্চ চাহিদার পরিমাণ

৮। প্রিপেইড মিটারের Error লিস্ট

ডিপিডিসিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন কোম্পানির মিটার সমূহে বিভিন্ন সময়ে যে সব এরর ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হয় তার তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৮.১। Shenzhen Inhemeter Company Ltd.

কোড	কোডের অর্থ
Err_01	মিটারের সাথে কার্ডের ক্রমের অমিল
Err_02	টোকেন টি সঠিক ধরণের নয়
Err_04	টোকেনের ডাটায় ত্রুটি
USED	ব্যবহৃত টোকেন
Full	মিটার রিচার্জের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম
ACCEPT	টোকেন গ্রহণ করা হয়েছে
EEP_Er	মিটার নষ্ট
Fri_Hour	ফ্রেন্ডলি আওয়ার ব্যবহৃত হচ্ছে
EG_CrEdi	ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স ব্যবহৃত হচ্ছে
temper	মিটার টেম্পার করা হয়েছে
Lo_CrEdi	ব্যালেন্স কম
no_CrEdi	ব্যালেন্স নেই
PhASE_Er	ফেজ সিকুয়েন্স এ ত্রুটি

৮.২। Hexing Electrical Company Ltd.

কোড	কোডের অর্থ
EE ☹ rEJECt	ভুল টোকেন
EE ☹ nonSEq	মিটারের সাথে কার্ডের সিকুয়েন্স এ অমিল
EE ☹ USEd	টোকেনটি পুর্বেই ব্যবহৃত হয়েছে
IC--00	কার্ডটি সঠিকভাবে সংযুক্ত করা হয়নি
IC--01	কার্ডটি নষ্ট অথবা মিটার কার্ডটি পড়তে পারছে না
IC--06	কার্ডটি সঠিক ধরণের নয়

৮.৩। TSS Digital Meter

সিঙ্গেল ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে এরর কোড অন স্ক্রিন রোটেশনঃ Err-xx

কোড (সিঙ্গেল ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
No Credit	ক্রেডিট না থাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন
OFF-overload	ওভার লোডের কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন
OFF-tampered	টেম্পারের কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন
Neutral Problem	নিউট্রাল অনুপস্থিত
Tampered	অন্যান্য টেম্পার
Low credit	লো ক্রেডিট অ্যালার্ম
EMC activated	ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স সক্রিয় করা হয়েছে।
EMC in use	ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স ব্যবহৃত হচ্ছে।
Friend in use	বর্তমান ফ্রেন্ডলি আওয়ার ।

সিঙ্গেল ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে টোকেন Failure রেজাল্ট ডিসপ্লে লিস্টঃ

কোড (সিঙ্গেল ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
XX Invalid	ভুল টোকেন
XX Duplicate	টোকেনটি পুর্বেই ব্যবহৃত হয়েছে
Read Failure	মিটার কার্ডটি পড়তে পারছে না
XX Cr Overflow	মিটার যে পরিমাণ টাকা জমা রাখা যাবে তার চেয়ে বেশি টাকা রির্চাজ করা হয়েছে।
Key Expired	মিটারটি কী গ্রহণ করার মেয়াদ উর্ত্তীণ হয়েছে।
Used card	কার্ডটি পুর্বেই ব্যবহৃত হয়েছে।

থ্রী ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে এরর কোড অন স্ক্রিন রোটেশনঃ Err-xx

কোড (থ্রী ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
OFF-Cdt	ক্রেডিট না থাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন।
OFF-Load	ওভার লোডের কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন
OFF-COV	টেম্পারের কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন
OFF-P_N	ফেজ এবং নিউট্রাল রিভার্স ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন।
OFF-Pass	কারেন্ট বাইপাস হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন।
Tampered	অন্যান্য টেম্পার।
P-N rev	ফেজ এবং নিউট্রাল রিভার্স ত্রুটি।
L-Credit	লো ক্রেডিট অ্যালার্ম।
EMC-Act	ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স সক্রিয় করা হয়েছে।
EMC-USE	ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স ব্যবহৃত হচ্ছে।
Frid-USE	বর্তমান ফ্রেন্ডলি আওয়ার।
Holy-USE	ছুটির দিন।
RL Fail	রিলে failure অ্যালার্ম।
L-BATY	লো ব্যাটারি অ্যালার্ম।
No BAT	রিমুভ ব্যাটারি অ্যালার্ম।
No sim	নো সিম অ্যালার্ম।

থ্রী-ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে টোকেন Failure রেজাল্ট ডিসপ্লে লিস্টঃ

কোড (থ্রী ফেজ স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
Invalid	ভুল টোকেন।
Dup	টোকেনটি পূর্বেই ব্যবহৃত হয়েছে।
Fail	মিটার কার্ডটি পড়তে পারছে না।
Cr Exces	মিটার যে পরিমাণ টাকা জমা রাখা যাবে, তার চেয়ে বেশি টাকা রির্চাজ করা হয়েছে।
Expired	মিটারটি কী গ্রহণ করার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
Used	কার্ডটি পূর্বেই ব্যবহৃত হয়েছে।

৮.৪। Jamuna Meter Industries Ltd, Bangladesh.

এরর কোড অন স্ক্রিন রোটেশনঃ Err-xx

এরর কোড	কোডের অর্থ
০০	মিটারটি স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে, কোন ঘটনার সম্মুখীন হয়নি।
০১	আনলকড
০২	লো ব্যাটারি
০৩	কারেন্ট রির্ভাস
০৪	আপার কভার খোলা হয়েছে।
০৫	টার্মিনাল কভার খোলা হয়েছে।
০৬	ম্যাগনেটিক ইন্টারফিয়ার‍্যান্স করা হয়েছে।
০৭	ব্যাটারি চার্জ শেষ হয়েছে।
০৮	কি-বোর্ডের কভার খোলা হয়েছে।
০৯	হার্ডওয়্যার এরর
১০	লো ক্রেডিট(যখন ব্যালেন্স =০ অথবা লো ক্রেডিট এলার্ম)
১১	আন্ডারভোল্টেজ(< ১৫৪ ভোল্টেজ)
১২	নিউট্রাল লাইনের সমস্যা
১৩	ওভারভোল্টেজ(> ৪১৮ ভোল্টেজ)
১৪	ওভারলোড
১৫	ওভার কারেন্ট
১৬	বাইপাস

রিলে অসংযোগের কারণ জানতে ৮০৬ কোড ইনপুট করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রিপেইড মিটারের স্ক্রিনে নিচের এরর কোডসমূহ প্রদর্শিত হবে:

এরর কোড	কোডের অর্থ
০১	ব্যাটারি চার্জ শেষ হয়ে গেছে।
০২	আপার কভার খোলা হয়েছিল।
০৩	টার্মিনাল কভার খোলা হয়েছিল।
০৪	ম্যাগনেটিক ইন্টারফিয়ার‍্যান্স করা হয়েছিল।
০৫	ওভার কারেন্ট হয়েছিল।
০৬	ওভার লোড হয়েছিল।
০৭	বালেন্স শেষ হয়ে গিয়েছে।
০৮	ইমার্জেন্সি বালেন্স শেষ হয়ে গিয়েছে।
১০	কি-বোর্ডের কভার খোলা হয়েছিল।

৮.৫। Wasion Electric Co., Ltd.

এরর কোড	কোডের অর্থ
০০	মিটারে ভুল কার্ড প্রবেশ করা হয়েছে।
০১	মিটার নম্বর ভুল।
০২	সেল সিস্টেমের সিকোয়েন্স নম্বর ভুল।
০৩	কার্ডটি সঠিক কিন্তু লজিক্যাল অপারেশন ভুল হওয়ার কারণে মিটার কার্ডটি সাপোর্ট করছে না।
০৬	কার্ডটি খোলা, দয়া করে নতুন অ্যাকাউন্টের কার্ড ব্যবহার করুন।
০৭	মিটারটি খোলা হয়েছিল।
০৫০০	কার্ড রিডিংয়ের পূর্বেই কার্ডটি মিটার থেকে খোলা হয়েছে।
০৪০০	মিটারের সিকোয়েন্স নম্বর ভুল।
০৩০০	পাসওয়ার্ড ভেরিফিকেশন ফেইল।
০৭০০	মিটার যে পরিমাণ টাকা জমা রাখা যাবে তার চেয়ে বেশি টাকা রির্চাজ করা হয়েছে।
০৯০০	ত্রুটি নির্ণয় করা যায় নি।

৮.৬। Shenzhen Star Instrument Co. Ltd.

কোড	কোডের অর্থ
Good	টোকেনটি গ্রহণ করা হয়েছে।
rEJECt	টোকেনটি বাতিল করা হয়েছে।
USEd	টোকেনটি পূর্বেই ব্যবহৃত হয়েছে।

৮.৭। Cell Electronic Industries Ltd.

কোড	কোডের অর্থ
rEJEctEd	টোকেন নাম্বারটি ভুল হয়েছে।
bAt Lo	মিটারের ব্যাটারি ভোল্টেজ কম।
rELAY-oFF	মিটারের রিলে অফ।
Fr, End	মিটারটি ফ্রেন্ডলি মোড অবস্থায় আছে।
hoL, dAY	আজ ছুটির দিন।
PF oFF	পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৭৫ এর কম, রিলে বন্ধ।
nEuEr	রিলে বন্ধ হচ্ছে না।
rELAY-on	রিলে সচল আছে।
tAn,PEr	মিটারটি টেম্পার হয়ে আছে, রিলে ওপেন।
urGEnt	জরুরি: (ওভারড্রাক্ট শক্তি ব্যবহার করে), রিলে চালু থাকবে।

৮.৮। Northern Trade International

কোড	কোডের অর্থ
SUCCEEd	টোকেনটি সফলভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।
rEJECt	টোকেন নাম্বারটি ভুল হয়েছে।
USEd	টোকেনটি পুর্বেই ব্যবহৃত হয়েছে।
SE9noErr	ভুল সিকোয়েন্স-এর টোকেন মিটারে প্রবেশ করানো হয়েছে।
ouEr	টোকেন ভ্যালিড কিন্তু রিচার্জের পর মোট ব্যালেন্স “অনুমোদিত সর্বোচ্চ ব্যালেন্স” অতিক্রম করেছে।
CLoSEd	রিলে কানেক্টেড।
ouErLoAd	ওভার লোড।
t-CouEr	টার্মিনাল কভার খোলা।
r-oPEn	সফটওয়্যার ব্যবহার করে রিলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।
noCrEdit	ব্যালেন্স কম/ওভার ড্রাফ্ট।
tESToPEn	রিলে খোলা (এসটিএস টেস্টিং)।
CnnCouEr	কমিউনিকেশন মডিউল খোলা।
bAt-oPEn	ব্যাটারি কানেকশন খোলা।
ouEruoLt	ভোল্টেজ বেশি।
undEruoLt	ভোল্টেজ কম।
Pd-oPEn	মিটারে পাওয়ার নাই।

৯। সর্বাধিক জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলি (FAQ)

প্রশ্ন-০১ : প্রিপেইড মিটারে পোস্ট-পেইড মিটারের চেয়ে বিল কি কম/বেশি আসে?

উত্তর : না। প্রিপেইড মিটার এবং পোস্টপেইড মিটার – উভয় ক্ষেত্রেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত একই ট্যারিফ রেট অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিল হিসাব করা হয় বিধায় সম পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রিপেইড মিটার এবং পোস্টপেইড মিটারের বিদ্যুৎ বিল সমান হয়। অধিকন্তু প্রিপেইড মিটারের গ্রাহক রিবেট সুবিধা হিসেবে ০.৫% টাকা ফেরত পান। বিধায় সত্যিকার অর্থে প্রিপেইড মিটারের গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল পোস্টপেইড গ্রাহকের তুলনায় ০.৫% কম হয়।

উদাহরণ: ধরা যাক, একজন এলটি-এ আবাসিক গ্রাহকের মে, ২০২৪ মাসে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ৩০০ ইউনিট এবং তাঁর অনুমোদিত লোড ০৩ কিলোওয়াট। উক্ত গ্রাহকের ক্ষেত্রে প্রিপেইড মিটার এবং পোস্টপেইড মিটারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিলের তুলনা নিচে দেখানো হলো:

	প্রিপেইড মিটার	পোস্টপেইড মিটার	মন্তব্য
ডিমান্ড চার্জ	৩ কিলোওয়াট x ৪২ = ১২৬ টাকা	৩ কিলোওয়াট x ৪২ = ১২৬ টাকা	**সমান**
এনার্জি চার্জ	০০০-০৭৫ ইউনিট: ৭৫ x ৫.২৬ = ৩৯৪.৫০ টাকা ০৭৬-২০০ ইউনিট: ১২৫ x ৭.২০ = ৯০০.০০ টাকা ২০১-৩০০ ইউনিট: ১০০ x ৭.৫৯ = ৭৫৯.০০ টাকা মোট: ৩৯৪.৫ + ৯০০ + ৭৫৯ = ২০৫৩.৫০ টাকা	০০০-০৭৫ ইউনিট: ৭৫ x ৫.২৬ = ৩৯৪.৫০ টাকা ০৭৬-২০০ ইউনিট: ১২৫ x ৭.২০ = ৯০০.০০ টাকা ২০১-৩০০ ইউনিট: ১০০ x ৭.৫৯ = ৭৫৯.০০ টাকা মোট: ৩৯৪.৫ + ৯০০ + ৭৫৯ = ২০৫৩.৫০ টাকা	**সমান**
ভ্যাট	গ্রাহকের মোট বিদ্যুৎ বিলের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে প্রতিবার প্রিপেইড মিটার রিচার্জ করার সময় ভ্যাট কর্তন করা হয়।	গ্রাহকের মোট বিদ্যুৎ বিলের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে প্রতি মাসের বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুত করার সময় ভ্যাট ধার্য করা হয়।	**সমান**
রিবেট সুবিধা	গ্রাহক প্রতিবার রিচার্জের সময় রিবেট (ভর্তুকি) হিসেবে ০.৫% টাকা ফেরত পাবেন।	পোস্টপেইড মিটারে কোনো রিবেট (ভর্তুকি) সুবিধা নাই।	শুধুমাত্র প্রিপেইড মিটারে রিবেট সুবিধা পাওয়া যায়।
মিটার রেন্ট	সংস্থা/কোম্পানির মালিকানাধীন প্রিপেইড মিটারের ক্ষেত্রে মিটার রেন্ট দিতে হয়।	সংস্থা/কোম্পানির মালিকানাধীন পোস্টপেইড মিটারের ক্ষেত্রে মিটার রেন্ট দিতে হয়।	মিটারের মালিকানা কার, সেটির উপর মিটার রেন্ট নির্ভর করে।
	গ্রাহকের মালিকানাধীন প্রিপেইড মিটারের ক্ষেত্রে মিটার রেন্ট দিতে হয় না।	গ্রাহকের মালিকানাধীন পোস্টপেইড মিটারের ক্ষেত্রে মিটার রেন্ট দিতে হয় না।	

প্রশ্ন-০২ : এক এলাকার গ্রাহক অন্য এলাকায় কার্ড রিচার্জ করতে পারবে কি না?

উত্তর : ডিপিডিসির যেকোনো এলাকার গ্রাহক অন্য যেকোন এলাকায় যেখানে প্রিপেইড মিটার রিচার্জ করার ব্যবস্থা আছে সেখানে কার্ড রিচার্জ করতে পারবে। শুধু মাত্র আজিমপুর এবং লালবাগ এনওসিএস দপ্তরের আওতাধীন নন-ইউনিফাইড মিটার ব্যতিত।

প্রশ্ন-০৩ : কার্ড নষ্ট অথবা হারিয়ে গেলে করনীয় কী?

উত্তর : কার্ড নষ্ট অথবা হারিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট এনওসিএস দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে। নির্দিষ্ট পরিমান ফি প্রদান করে গ্রাহক নতুন কার্ড সংগ্রহ করতে পারবে। যদি নষ্ট অথবা হারানো কার্ডে কোন রিচার্জ ব্যালেন্স থাকে তা নতুন কার্ডে দিয়ে দেওয়া হবে।

প্রশ্ন-০৪ : এক মিটারের কার্ড দিয়ে অন্য মিটার রিচার্জ করা যাবে কি?

উত্তর : এক মিটারের কার্ড দিয়ে অন্য মিটার রিচার্জ করা যাবে না। কারণ প্রতিটি কার্ড একটি নির্দিষ্ট মিটারের সাথে সংযুক্ত করা আছে। কার্ডটি যেই মিটারের শুধুমাত্র সেই মিটারটি এই কার্ড দিয়ে রিচার্জ করা যাবে।

প্রশ্ন-০৫ : মিটারে অথবা রিচার্জে সমস্যা দেখা দিলে কোথায় যোগাযোগ করব?

উত্তর : মিটারে অথবা রিচার্জে সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট এনওসিএস দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে। প্রয়োজনে ডিপিডিসির কলসেন্টার **১৬১১৬** নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন-০৬ : কার্ডে রিচার্জ করে মিটার চার্জ না করে রেখে দিলে ব্যালেন্স কি চলে যায়?

উত্তর : কার্ডে রিচার্জ করে মিটারে চার্জ না করে কার্ড রেখে দিলে কোন সমস্যা নেই। পরবর্তীতে যেকোন সময় কার্ড মিটারে প্রবেশ করালে একই পরিমাণ টাকা রিচার্জ হবে।

প্রশ্ন-০৭ : এক মাসে একের অধিক রিচার্জ করলে কি প্রতিবারই ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়া কাটবে?

উত্তর : না। যেকোন মাসে প্রথমবার রিচার্জ করার সময় এই মাসের ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়া কাটবে এবং যদি পূর্বের কোন মাসের ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়া বকেয়া থাকে তবে সেই চার্জ কাটবে। এরপর একই মাসের পরবর্তী যেকোন রিচার্জে ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়া কাটা হবেনা।

প্রশ্ন-০৮ : বাসায় বসে অথবা অনলাইনে স্মার্ট কার্ড মিটার রিচার্জ করা যাবে কি?

উত্তর : বর্তমানে ডিপিডিসির সরবরাহ করা স্মার্ট কার্ড মিটার বাসায় বসে অথবা অনলাইনে রিচার্জ করা যাবে না। রিচার্জ করার জন্য মিটারের কার্ড নিয়ে যেসব জায়গায় রিচার্জ করার সুবিধা আছে সেখানে যেতে হবে। কোন কোন জায়গায় রিচার্জ করা যাবে তার তালিকা ডিপিডিসির ওয়েব সাইটে দেওয়া আছে।

প্রশ্ন-০৯ : রাতের বেলা অথবা যেকোনো ছুটির দিনে মিটারের ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হবে কি?

উত্তর : রাতের বেলা অথবা যেকোন ছুটির দিনে মিটারের ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হবে না। মিটারে এই সময়টা ফ্রেন্ডলী আওয়ার হিসেবে উল্লেখ করা আছে। এই সময় যে পরিমান বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হবে মিটার তা নেগেটিভ হিসেবে জমা রাখবে এবং পরবর্তীতে মিটার রিচার্জ করা হলে ব্যালেন্স থেকে কেটে নিবে।

প্রশ্ন-১০ : Emergency Credit কীভাবে Active করতে হয়?

উত্তর : স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে ঐ মিটারের ইউজার স্মার্ট-কার্ডটি মিটারে প্রবেশ করালে Emergency Credit Active হয়ে যাবে এবং কী প্যাড মিটারের ক্ষেত্রে ০০ লিখে এন্টার বাটন চাপ দিলে Emergency Credit Active হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-১১ : Overload এর কারণে মিটার বন্ধ হলে তা কীভাবে জানা যাবে এবং তখন করনীয় কী?

উত্তর : Overload এর কারণে মিটার বন্ধ হওয়ার পূর্বে অ্যালার্ম দিবে এবং Load কমানো না হলে মিটারটি কিছু সময় পর পর পাঁচবার ট্রিপ করবে। তারপরও যদি Load কমানো না হয় তাহলে মিটারটি ৩০ মিনিটের জন্য অফ হয়ে যাবে। ৩০ মিনিট পর Load কমানো না হলে মিটারটি পুনরায় পূর্বের মত অ্যালার্ম দিবে।

প্রশ্ন-১২ : কোথায় থেকে ভেন্ডিং করবো?

উত্তর : যে কোন এনওসিএস দপ্তরের আওতাধীন ইউনিফাইড প্রিপেইড মিটার গ্রাহকগণ যে কোন এলাকার আওতাধীন ডিপিডিসি'র নিজস্ব ভেন্ডিং স্টেশন, বিভিন্ন ব্যাংক, রবি, গ্রামীণফোন, , , , ও -এর নির্ধারিত ভেন্ডিং স্টেশন/মোবাইল অ্যাপস থেকে ভেন্ডিং করতে পারবেন। তবে আজিমপুর-লালবাগ এনওসিএস দপ্তরের নন-ইউনিফাইড মিটার গ্রাহকগণ শুধুমাত্র আজিমপুর-লালবাগ এনওসিএস দপ্তরের আওতাধীন ডিপিডিসি'র নিজস্ব ভেন্ডিং স্টেশন অথবা POS মেশিনের সাহায্যে ভেন্ডিং করতে পারবেন।

প্রশ্ন-১৩ : কোথায় ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকা পাওয়া যাবে?

উত্তর : ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকাসহ তাদের ঠিকানা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নিম্নের এড্রেসটি ভিজিট করুন: **https://dpdc.org.bd/prepaid/vending**

প্রশ্ন-১৪ : মিটারে কার্ড প্রবেশ করার পর অথবা টোকেন ইনপুট করার পর "INVALID SEQUENCE" এরর দেখালে কী করব?

উত্তর : প্রথমে মিটারের বর্তমান টোকেন SEQUENCE কত তা বাটন চেপে দেখে নিব। যদি মিটারের বর্তমান SEQUENCE থেকে রির্চাজ স্লিপের SEQUENCE একের অধিক হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট এনওসিএস দপ্তরে যোগাযোগ করে মিটারের বর্তমান SEQUENCE এর পরের টোকেন গুলো স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে কার্ডে রাইট করে নিতে হবে অথবা কী-প্যাড মিটারের ক্ষেত্রে টোকেন গুলো প্রিন্ট করে নিতে হবে।

প্রশ্ন-১৫ : "বিকাশ" মোবাইল এপ্লিকেশনের মাধ্যমে কী-প্যাড মিটার কিভাবে রির্চাজ করব?

উত্তর : "বিকাশ" মোবাইল এপ্লিকেশনের মাধ্যমে কী-প্যাড মিটার রির্চাজ করার জন্য নিচের ধাপ গুলো অনুসরণ করতে হবে।

ধাপ-০১: "বিকাশ" মোবাইল এপ্লিকেশনে আপনার পিন নাম্বার দিয়ে লগইন করুন।

চিত্র-০৫: লগইন পেইজ

ধাপ-০২: লগইন করার পর “Pay Bill” মেনু সিলেক্ট করুন।

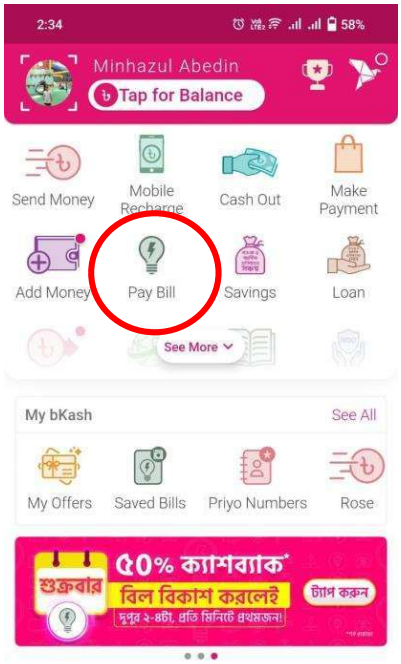

চিত্র-০৬: মেনু পেইজ

ধাপ-০৩: “**Pay Bill**” মেনু সিলেক্ট করার পর **চিত্র-০৭** এর মত পেইজ আসবে। এখানে “Electricity” সিলেক্ট করতে হবে। “Electricity” সিলেক্ট করার জন্য **চিত্র-০৭** এ লাল মার্ক করা স্থানে ক্লিক করুণ। এরপর **চিত্র-০৮** এর মত একটা লিস্ট ওপেন হবে, এখানে “DPDC (Prepaid)” এ ক্লিক করুন।

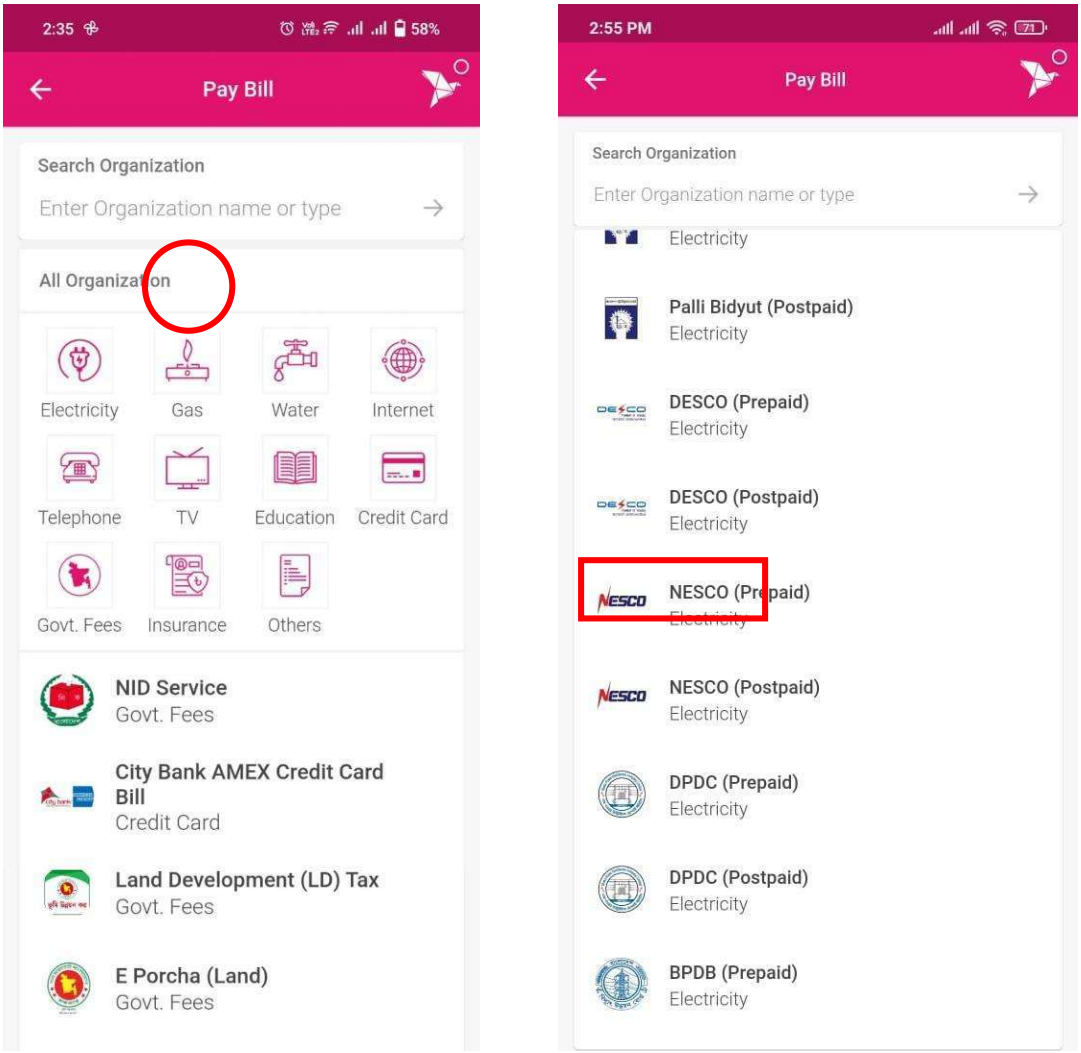

চিত্র-০৭-০৮: “Electricity” সিলেক্ট পেজ

ধাপ-০৪: “**DPDC (Prepaid)**” সিলেক্ট করার পর গ্রাহকের একাউন্ট নাম্বার এবং মোবাইল নাম্বার টাইপ করে “**Proceed to Pay**” বাটনে ক্লিক করুন।

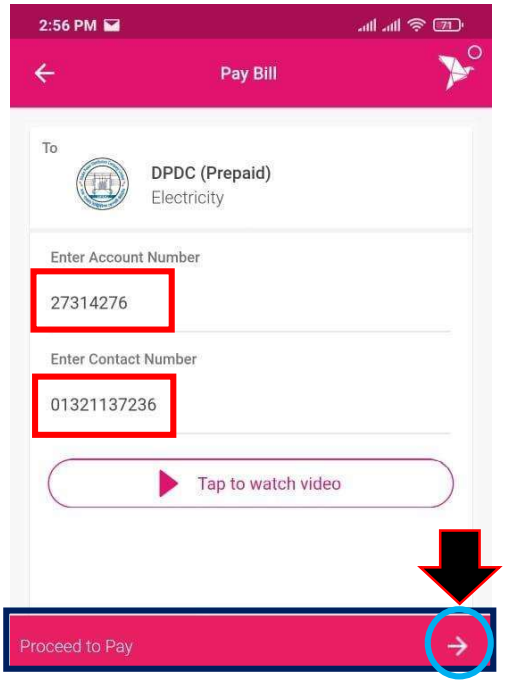

চিত্র-০৯: একাউন্ট নাম্বার এবং মোবাইল নাম্বার ইনপুট দেওয়ার পেজ

ধাপ-০৫: সঠিকভাবে গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং মোবাইল নাম্বার লিখে "Proceed to Pay" বাটনে ক্লিক করার পর রিচার্জ অ্যামাউন্ট পেজ প্রদর্শিত হবে। গ্রাহককে তাঁর নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সিলেক্ট করতে হবে এবং ডান পাশের **অ্যারো বা তীর চিহ্নে** ক্লিক করতে হবে।

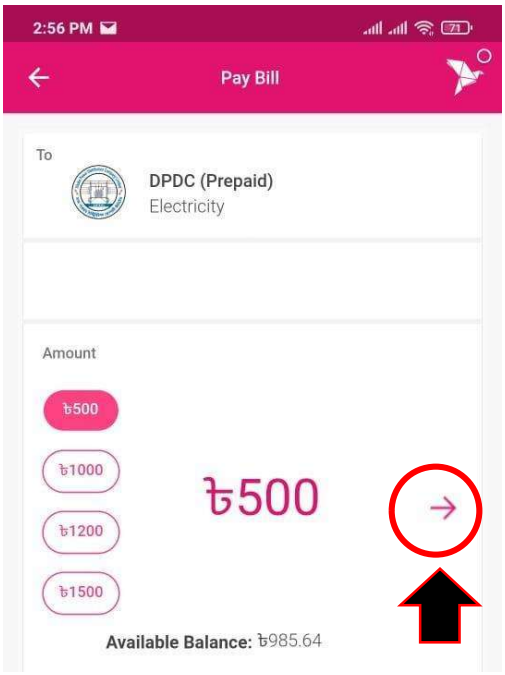

চিত্র-১০: রিচার্জ অ্যামাউন্ট পেজ

ধাপ-০৬: এক্ষেত্রে গ্রাহকের তথ্য ও রিচার্জ অ্যামাউন্টের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য প্রদর্শিত হবে। এরপর **"Tap to Continue"** বাটনে বা ডান পাশের অ্যারো বা তীর চিহ্নে ক্লিক করুন।

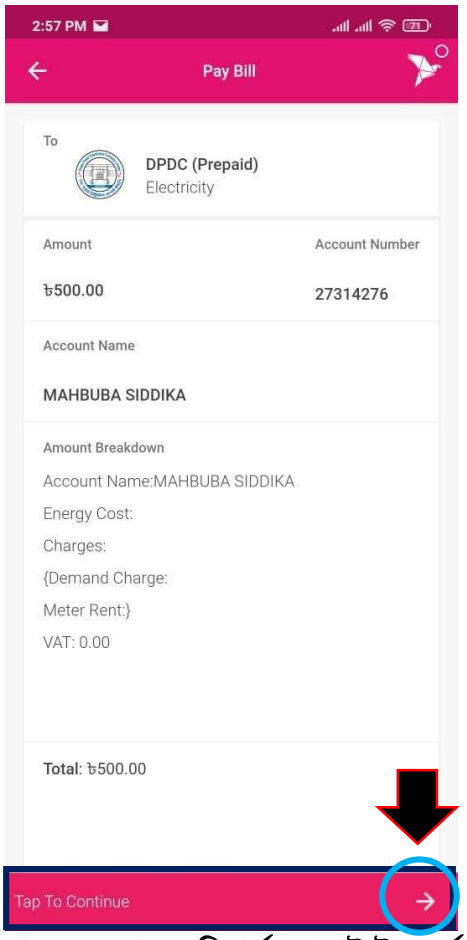

চিত্র-১১: গ্রাহকের তথ্য ও রিচার্জ অ্যামাউন্ট প্রদর্শনের পেজ

ধাপ-০৭: এই ধাপে গ্রাহকের মোবাইল স্ক্রিনে গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার, অ্যাকাউন্টের নাম, রিচার্জের পরিমাণ ও অন্যান্য চার্জসহ সর্বমোট টাকার পরিমাণ প্রদর্শিত হবে। গ্রাহককে এই ধাপে তাঁর বিকাশ অ্যাকাউন্টের পিন ইনপুট দিতে হবে এবং ডান পাশের **অ্যারো বা তীর চিহ্নে** ক্লিক করতে হবে।

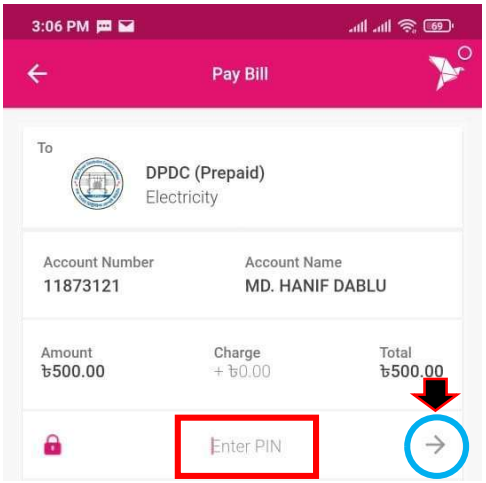

চিত্র-১২: বিকাশ অ্যাকাউন্টের পিন প্রদানের পেজ

ধাপ-০৮: সর্বশেষ ধাপে "**Tap and hold for Pay Bill**" অপশনে ক্লিক করতে হবে বা আঙ্গুল দিয়ে ট্যাপ করতে হবে।

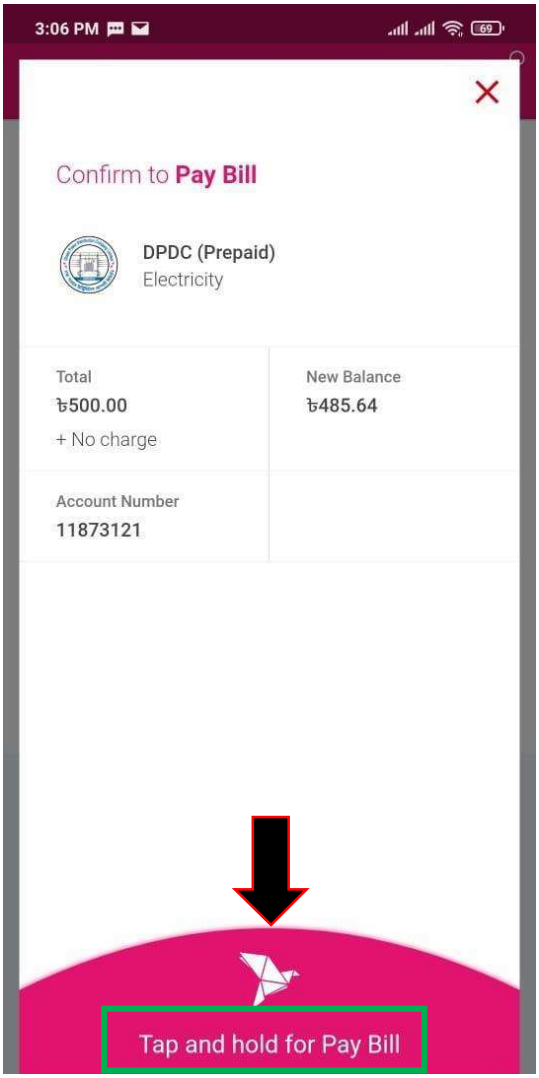

চিত্র-১৩: বিকাশ অ্যাকাউন্টের পিন প্রদানের পেজ

প্রশ্ন-১৬ : "রকেট" মোবাইল এপ্লিকেশনের মাধ্যমে কী-প্যাড মিটার কীভাবে রির্চাজ করবো?

উত্তর : "রকেট" মোবাইল এপ্লিকেশনের মাধ্যমে কী-প্যাড মিটার রির্চাজ করার জন্য নিচের ধাপ গুলো অনুসরণ করতে হবে।

ধাপ-০১: "রকেট" মোবাইল এপ্লিকেশনে আপনার পিন নাম্বার দিয়ে লগইন করুন।

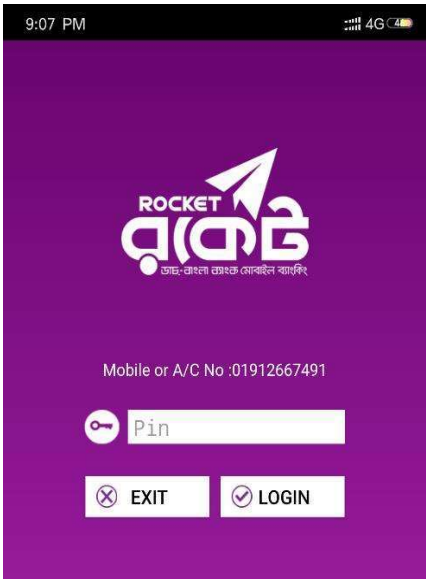

চিত্র-১৪: রকেট মোবাইল অ্যাপসের লগইন পেইজ

ধাপ-০২: লগইন করার পর "Bill Pay" মেনু সিলেক্ট করুন।

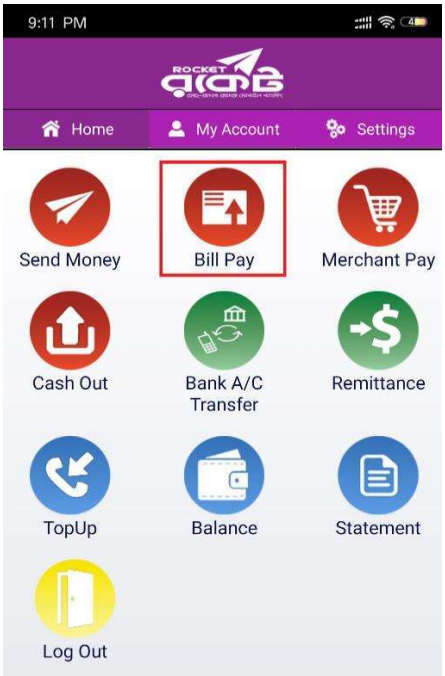

চিত্র-১৫: মেনু পেইজ

ধাপ-০৩: "Bill Pay" মেনু সিলেক্ট করার পর **চিত্র-১৬** এর মত পেইজ আসবে। এখানে "Biller Id" সিলেক্ট করতে হবে। "Biller Id" সিলেক্ট করার জন্য **চিত্র-১৬** এ লাল মার্ক করা ড্রপ ডাউন লিস্ট এ ক্লিক করুণ। এরপর **চিত্র-১৭** এর মত একটা লিস্ট ওপেন হবে, এখানে "dpdc" টাইপ করলে ডিপিডিসি'র সব বিলার নেইম দেখাবে। এখান থেকে আপনার প্রয়োজনীয় "Biller Id" সিলেক্ট করুন।

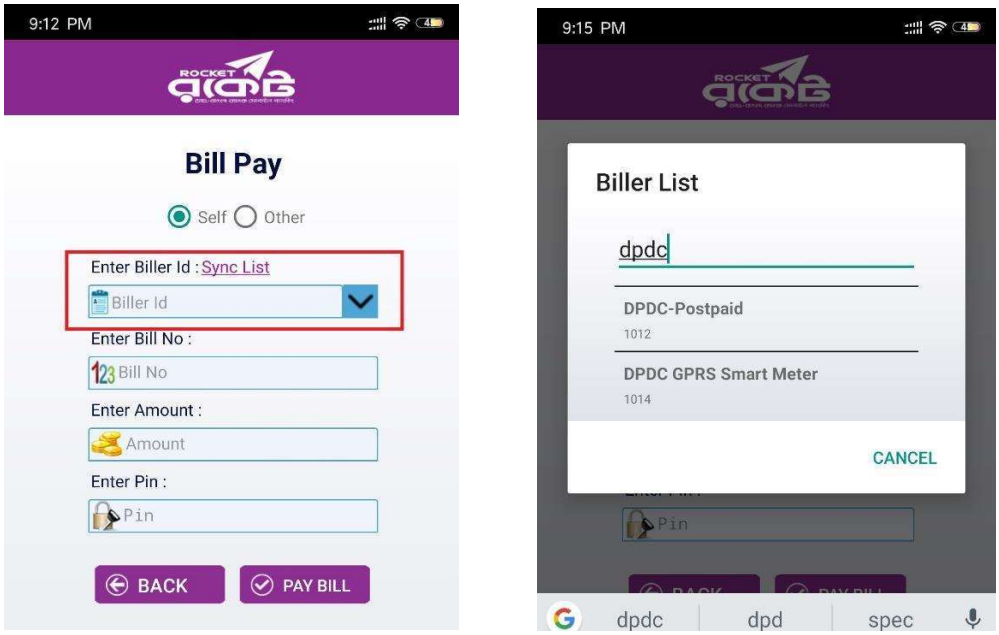

চিত্র-১৬-১৭: "Biller ID" সিলেক্ট পেইজ

ধাপ-০৪: "Biller Id" সিলেক্ট করার পর মিটার নাম্বার, টাকার পরিমাণ এবং পিন নাম্বার টাইপ করে "PAY BILL" বাটনে ক্লিক করুন।

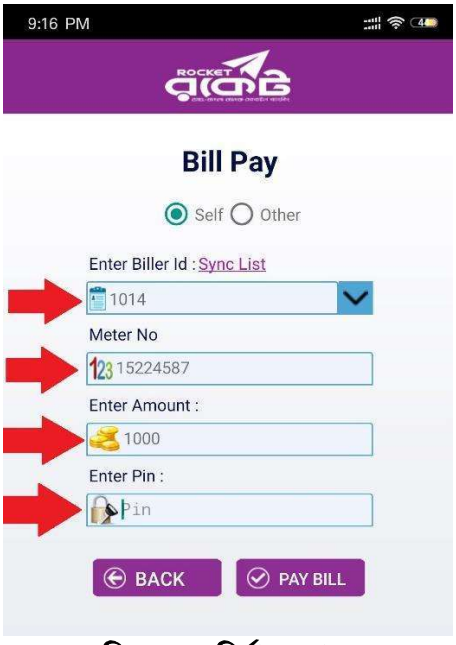

চিত্র-১৮: রির্চাজ পেজ

প্রশ্ন-১৭ : প্রিপেইড মিটার রিচার্জের সময় কী কী চার্জ কর্তন করা হয়?

উত্তর : সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, প্রিপেইড মিটার প্রতি মাসের ১ম রিচার্জের সময়: ডিমান্ড চার্জ, মিটার রেন্ট (ভাড়া) ও ভ্যাট (৫%) কর্তন করা হয়ে থাকে। বাকি টাকা গ্রাহকের মিটারে এনার্জি ব্যালেন্স হিসেবে যুক্ত হয়ে থাকে। একই মাসে ২য় বার বা পরবর্তী যেকোনো রিচার্জের সময়, ডিমান্ড চার্জ এবং মিটার রেন্ট কর্তন করা হয়না শুধুমাত্র ভ্যাট (৫%) কর্তন করা হয়। অধিকন্তু, প্রতিবার রিচার্জ করার সময় গ্রাহক রিবেট সুবিধা হিসেবে ০.৫% হারে টাকা ফেরত পাবেন যা তাঁর এনার্জি ব্যালেন্স হিসেবে মিটারে যুক্ত হয়। প্রিপেইড এবং পোস্টপেইড উভয় ধরণের মিটারের ক্ষেত্রে ডিমান্ড চার্জ, ভ্যাট এবং মিটার রেন্ট প্রযোজ্য।

প্রশ্ন-১৮ : প্রিপেইড মিটার নতুন স্থাপনের সময় গ্রাহকের সুবিধার্থে মিটারে কোনো ব্যালেন্স দেওয়া হয় কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ। প্রিপেইড মিটার নতুন স্থাপনের সময় গ্রাহকের সুবিধার্থে প্রাথমিকভাবে সিঙ্গেল-ফেজ মিটারে ২০০ টাকা এবং থ্রি-ফেজ মিটারে ৫০০ টাকা ক্রেডিট হিসেবে দেওয়া হয়। এতে গ্রাহক মিটার স্থাপনের পরপরই বিদ্যুৎ ব্যবহার করার সুযোগ পায়। গ্রাহক পরবর্তীতে রিচার্জ করার পর এই টাকা সমন্বয় করা হয়।

প্রশ্ন-১৯ : প্রিপেইড মিটারে ব্যালেন্স শূন্য হয়ে যাওয়ার পর ব্যালেন্স ছাড়াই মিটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যায় কিনা? ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স নিলে গ্রাহককে কি কোনো সুদ প্রদান করতে হয়?

উত্তর : প্রিপেইড মিটারে ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। গ্রাহকের মিটারের ব্যালেন্স শূন্য হয়ে গেলে সিঙ্গেল-ফেজ মিটারের গ্রাহক ২০০ টাকা এবং থ্রি-ফেজ গ্রাহক ৫০০ টাকা পর্যন্ত ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স চালু করে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবে। গ্রাহক পরবর্তীতে রিচার্জ করার পর এই ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স সমন্বয় করা হয়। অর্থাৎ গ্রাহকের পরবর্তী রিচার্জ থেকে ব্যবহৃত ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স বিয়োগ করা হয়। ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স নিলে গ্রাহককে কোনো সুদ প্রদান করতে হয় না। যত টাকার ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স গ্রাহক ব্যবহার করবে, গ্রাহকের পরবর্তী রিচার্জের সময় ঠিক তত টাকাই কর্তন করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-২০ : প্রিপেইড মিটারে কি কোনো গোপন চার্জ (Hidden Charge) কাটা হয়?

উত্তর : না। প্রিপেইড মিটারে কোনো গোপন চার্জ (Hidden Charge) কর্তন করা হয় না। গ্রাহক কর্তৃক মাসের ১ম বার রিচার্জ করার সময় ডিমান্ড চার্জ, মিটার রেন্ট এবং ভ্যাট কর্তন করা হয়। একই মাসে ২য় বার বা পরবর্তী যেকোনো রিচার্জ করলে ডিমান্ড চার্জ এবং মিটার রেন্ট আর কর্তন করা হয় না বরং শুধুমাত্র ভ্যাট (৫%) কর্তন করা হয়। বাকি টাকা মিটারের এনার্জি ব্যালেন্স হিসেবে জমা হয়। এই এনার্জি ব্যালেন্স পরবর্তীতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সাথে সাথে মিটারের মাধ্যমে ট্যারিফ রেট অনুযায়ী কর্তন করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-২১ : প্রিপেইড মিটারে মাসের শেষের দিকে বেশি টাকা কাটা হয় কি না?

উত্তর : হ্যাঁ। প্রিপেইড মিটারে মাসের শেষের দিকে বেশি টাকা কাটতে পারে।

মাসের একদম শুরুতে প্রিপেইড মিটারে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য ৪.৬৩ টাকা হারে কর্তন করা হয়। মাসের শেষের দিকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য কত টাকা হারে কর্তন করা হবে, সেটি নির্ভর করে গ্রাহক উক্ত মাসে সর্বমোট কত ইউনিট বিদ্যুৎ ইতোমধ্যে ব্যবহার করেছেন, সেটির উপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্টেপ ট্যারিফ পদ্ধতিতে, মাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ যত কম, বিদ্যুতের মূল্য তত কম হয়ে থাকে এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ যত বেশি হয়, বিদ্যুতের মূল্য তত বেশি হয়ে থাকে।

সর্বশেষ ট্যারিফ রেট অনুযায়ী, এলটি-এ আবাসিক গ্রাহকের ক্ষেত্রে,

০-৫০ ইউনিটের মূল্য **৪.৬৩ টাকা** হিসেবে (শুধুমাত্র লাইফলাইন গ্রাহকের ক্ষেত্রে),
০-৭৫ ইউনিটের মূল্য **৫.২৬ টাকা** হিসেবে,
৭৬-২০০ ইউনিটের মূল্য **৭.২০ টাকা** হিসেবে,
২০১-৩০০ ইউনিটের মূল্য **৭.৫৯ টাকা** হিসেবে,
৩০১-৪০০ ইউনিটের মূল্য **৮.০২ টাকা** হিসেবে,
৪০১-৬০০ ইউনিটের মূল্য **১২.৬৭ টাকা** হিসেবে এবং
৬০০ ইউনিটের ঊর্ধ্বে **১৪.৬১ টাকা** হিসেবে ইউনিটপ্রতি বিদ্যুতের মূল্য কর্তন করা হয়।

স্বাভাবিকভাবেই মাসের শুরুতে লাইফলাইন গ্রাহকের ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের মূল্য ৪.৬৩ টাকা হারে (৫০ ইউনিট ব্যবহার করা পর্যন্ত) কর্তন করা হয়। গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ৫০ ইউনিট পার হলে, তিনি আর লাইফলাইন গ্রাহক হিসেবে বিবেচিত হন না এবং সেক্ষেত্রে প্রতি ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের মূল্য ৫.২৬ টাকা হারে কর্তন করা হয়ে থাকে। মাসের শেষের দিকে উক্ত মাসের সর্বমোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ যদি ৪০০ ইউনিট ছাড়িয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের মূল্য ১২.৬৭ টাকা হারে কর্তন করা হয়ে থাকে। এমনকি কোনো মাসের শেষের দিকে গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ৬০০ ইউনিটের ঊর্ধ্বে হলে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য ১৪.৬১ টাকা হারে প্রিপেইড মিটার কর্তন করে থাকে। প্রিপেইড মিটারে যে ট্যারিফ পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ বিল হিসাব করা হয়, সেই একই ট্যারিফ পদ্ধতিতে পোস্টপেইড মিটারে বিদ্যুৎ বিল হিসাব করা হয় বিধায়, মাসের শুরুতে কম রেটে টাকা কর্তন কিংবা মাসের শেষের দিকে বেশি রেটে টাকা কর্তনের সাথে মাসিক মোট বিদ্যুৎ বিলে কোনো তফাৎ হয় নাহ। কোনো মাসে একই পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে, প্রিপেইড মিটার এবং পোস্টপেইড মিটারে বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ সমান হয়।

প্রশ্ন-২২ : কমার্শিয়াল প্রিপেইড মিটারের ক্ষেত্রে দিনের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রেটে কি টাকা কর্তন করা হয়?

উত্তর : হ্যাঁ। কমার্শিয়াল প্রিপেইড মিটারের ক্ষেত্রে দিনের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রেটে টাকা কর্তন করা হয়। ক্ষুদ্র শিল্পে ব্যবহৃত প্রিপেইড মিটারের ক্ষেত্রে LT-C1 ট্যারিফ শ্রেণি প্রযোজ্য। উক্ত ট্যারিফের ক্ষেত্রে রাত ১১.০০ টা থেকে পরদিন বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত অফ-পিক হিসেবে ইউনিট প্রতি ৯.৬৮ টাকা এবং বিকাল ৫.০০টা থেকে রাত ১১.০০টা পর্যন্ত পিক হিসেবে ইউনিট প্রতি ১২.৯৫ টাকা হারে টাকা কর্তন করা হয়। আবার বাণিজ্যিক ও অফিসের ক্ষেত্রে LT-E ট্যারিফ শ্রেণি প্রযোজ্য। উক্ত ট্যারিফের ক্ষেত্রে রাত ১১.০০ টা থেকে পরদিন বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত অফ-পিক হিসেবে ইউনিট প্রতি ১১.৭১ টাকা এবং বিকাল ৫.০০টা থেকে রাত ১১.০০টা পর্যন্ত পিক হিসেবে ইউনিট প্রতি ১৫.৬২ টাকা হারে টাকা কর্তন করা হয়। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ট্যারিফ রেট পরিবর্তন করা হলে উক্ত কর্তন হার পরিবর্তন হতে পারে।

প্রশ্ন-২৩ : পোস্টপেইড মিটারে ছিল না কিন্তু প্রিপেইড মিটারে আরোপ করা হয়েছে, এমন কোনো অতিরিক্ত চার্জ প্রিপেইড মিটারে আছে কিনা?

উত্তর : না। পোস্টপেইড মিটারের ক্ষেত্রে ডিমান্ড চার্জ, ভ্যাট, মিটার রেন্ট এবং এনার্জি চার্জ প্রযোজ্য। একই ভাবে, প্রিপেইড মিটারের ক্ষেত্রেও ডিমান্ড চার্জ, এনার্জি চার্জ, ভ্যাট এবং মিটার রেন্ট প্রযোজ্য। তবে, পোস্টপেইড মিটারের দামের তুলনায় প্রিপেইড মিটারের দাম ভিন্ন হওয়ায় মিটার রেন্টের পরিমাণ ভিন্ন হয়ে থাকে। আবার, প্রিপেইড মিটারে প্রতিবার রিচার্জ করার সময় গ্রাহক ০.৫% হারে রিবেট (ভর্তুকি) সুবিধা পান যা পোস্টপেইড গ্রাহকদের ক্ষেত্রে কোনো রিবেট (ভর্তুকি) সুবিধা নাই।

প্রশ্ন-২৪ : প্রিপেইড মিটারে কোনো অস্বচ্ছতা বা গোপনে টাকা কেটে নেওয়ার সুযোগ আছে কিনা?

উত্তর : না। প্রত্যেকটি প্রিপেইড মিটার গ্রাহক আঙিনায় স্থাপনের পূর্বে মিটার টেস্টিং ল্যাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। কারিগরি ত্রুটিবিহীন মিটারের ক্ষেত্রে, সরকার নির্ধারিত চার্জ ব্যতীত অন্য কোনো চার্জ গোপনে কেটে নেওয়ার সুযোগ নেই বিধায় গ্রাহকের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। প্রিপেইড মিটার রিচার্জ করার সময় গ্রাহক এসএমএসের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে জানতে পারেন যে কোন কোন চার্জবাবদ কত টাকা কর্তন করা হয়েছে। ডিপিডিসির প্রিপেইড মিটারের পোর্টালের মাধ্যমে গ্রাহক তাঁর রিচার্জ করার টাকার পরিমাণ, বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণসহ নানাবিধ তথ্য দেখতে পারেন। প্রিপেইড মিটারের বিলিং পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে স্বচ্ছ, নিরাপদ এবং নির্ভুল।

প্রশ্ন-২৫ : প্রিপেইড মিটারে যদি কোনো সমস্যা নাই থাকে, তাহলে এতো বেশি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে কেন?

উত্তর : বিদ্যুতের বিলিং পদ্ধতি, বিদ্যুতের ট্যারিফ এবং প্রিপেইড মিটার সম্পর্কে তথ্য অজানা থাকার কারণে গ্রাহকের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। গ্রাহক অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মনগড়া পোস্ট, ইউটিউবে মনগড়া এবং ভুল তথ্য সমৃদ্ধ বিভিন্ন ভিডিও দেখে কিংবা অন্য ব্যক্তির মনগড়া ব্যাখ্যা শুনে বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন। বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে – সরাসরি বিদ্যুৎ অফিসের হটলাইন নম্বরে যোগাযোগ করে গ্রাহক প্রকৃত তথ্য পেতে পারেন। তথ্যঘাটতি, প্রকৃত তথ্য জানার চেষ্টা না করা এবং জনসচেতনতার অভাবের কারণে প্রিপেইড মিটার নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রশ্ন-২৬ : প্রিপেইড মিটারে ডিমান্ড চার্জ কী? পোস্টপেইড মিটারের ক্ষেত্রেও কি এই চার্জ ছিল?

উত্তর : একজন গ্রাহকের মাসিক বিদ্যুৎ বিলে খরচের যে কয়েকটি খাত রয়েছে তার একটি হলো ডিমান্ড চার্জ। এই ডিমান্ড চার্জ হিসাব করা হয় গ্রাহকের জন্য অনুমোদিত লোডের উপর। যেমন আবাসিক গ্রাহকের প্রতি কিলোওয়াট ৪২ টাকা করে প্রতি মাসে ডিমান্ড চার্জ দিতে হয়। যদি একজন গ্রাহকের দুই কিলোওয়াট অনুমোদিত লোড থাকে তবে তার ডিমান্ড চার্জ হবে প্রতি মাসে ৮৪ টাকা। ডিমান্ড চার্জ মূলত ফিক্সড খরচ যা নির্ভর করে মূলত অনুমোদিত লোডের উপর। যে গ্রাহকের অনুমোদিত লোড যত বেশি, সেই গ্রাহকের ডিমান্ড চার্জ তত বেশি।

ডিমান্ড চার্জ কোনো নতুন আরোপ করা চার্জ নয় বরং বিদ্যুৎ সরবরাহের সূচনালগ্ন থেকেই পোস্টপেইড গ্রাহকদের ক্ষেত্রে এই চার্জ ধার্য রয়েছে। প্রিপেইড গ্রাহকদের মতো পোস্টপেইড গ্রাহকদের ক্ষেত্রেও ডিমান্ড চার্জ রয়েছে।

প্রশ্ন-২৭ : ডিমান্ড চার্জ কী? ডিমান্ড চার্জ কেন? ডিমান্ড চার্জের পরিমাণ কত?

উত্তর : ডিমান্ড চার্জ হলো গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের বিপরীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, মালামাল এবং অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্রহণকৃত চার্জ। "এলটি-এ: আবাসিক" গ্রাহকের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোওয়াট অনুমোদিত লোডের ক্ষেত্রে মাসিক ৪২ টাকা হারে ডিমান্ড চার্জ আরোপ করা হয়েছে। অনুমোদিত লোডের জন্য প্রতি মাসে ০১ (এক) বার ডিমান্ড চার্জ কর্তন করা হয়। প্রিপেইড মিটার এবং পোস্টপেইড মিটার – উভয় ক্ষেত্রেই ডিমান্ড চার্জ রয়েছে। যদি গ্রাহক কোনো মাসে ভেন্ডিং করতে না আসে তাহলে পরবর্তীতে যে মাসে ভেন্ডিং করতে আসবে সেই মাসের আগে যে কয় মাস গ্রাহক ভেন্ডিং করতে আসেনি সেই কয় মাসের এবং যে মাসে ভেন্ডিং করতে এসেছে সেই মাসের একসাথে ডিমান্ড চার্জ কর্তন করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-২৮ : ডিমান্ড চার্জ আদায়ের যৌক্তিকতা কী? পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বিদ্যুৎ গ্রাহকদেরকে কি ডিমান্ড চার্জ পরিশোধ করতে হয়?

উত্তর : একজন গ্রাহক যখন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করেন তখন গ্রাহক তাঁর বিদ্যুৎ ব্যবহারের সম্ভাব্য লোড কত কিলোওয়াট (কি.ও.) হবে তা উল্লেখ করে। বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কর্তৃক গ্রাহকের চাহিদাকৃত লোড (কি.ও.) অনুযায়ী গ্রাহকের আঙ্গিনায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিভিন্ন প্রস্তুতি নিতে হয়। গ্রাহকের চাহিদা আনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সাবস্টেশন তৈরি, বিতরণ লাইন নির্মাণ, বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ করতে হয়। এছাড়াও বিদ্যুৎ উৎপাদন (Generation) এবং সঞ্চালন (Transmission) এর জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহকে নানা রকমের প্রস্তুতি নিতে হয়। এখন প্রশ্নের উদ্রেক ঘটতে পারে যে, এই সব কাজ তো বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে করতেই হবে। তাহলে ডিমান্ড চার্জ কেন?

প্রকৃতপক্ষে, একটি বিতরণ সংস্থাকে তার গ্রাহকদের অনুমোদিত লোড অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয়। কিন্তু গ্রাহক তার অনুমোদিত লোডের পুরোটা সব সময় ব্যবহার করে না এবং গ্রাহক কখন পূর্ণমাত্রায় অনুমোদিত লোড ব্যবহার করবে সেটিও বিতরণ সংস্থা জানেনা। গ্রাহকের বিদ্যুতের ব্যবহার ও অনুমোদিত চাহিদা সমান্তরালে চলে না। যে কোনো সময়ে গ্রাহকের অনুমোদিত লোড অনুয়ায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিতরণ সংস্থা গুলো গ্রাহকের সাথে চুক্তিবদ্ধ। বিদ্যুৎ হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা সংরক্ষণ করে রাখা যায় না। গ্রাহক বিদ্যুৎ ব্যবহার করুক আর নাই করুক, বিতরণ সংস্থাকে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে। আর সর্বদা প্রস্তুত থেকে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কর্তৃক বিতরণ ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হয় এবং বিবিধ এই ব্যয়িত অর্থ মাসিক ভিত্তিতে গ্রাহকের নিকট থেকে কিলোওয়াট প্রতি অনুমোদিত লোড অনুযায়ী ডিমান্ড চার্জ সংগ্রহের মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

বিদ্যুতের ভোক্তা পর্যায়ে ডিমান্ড চার্জ আদায়ের প্রক্রিয়াটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি বিষয়। ডিমান্ড চার্জ প্রিপেইড ও পোস্টপেইড মিটার – উভয় ধরণের মিটারের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। তথাপি, বাংলাদেশে এই বিষয়টি নতুন নয় বরং বহু আগে থেকে বিদ্যুৎ বিলে ডিমান্ড চার্জ হিসাব করা হয়। পৃথিবী প্রায় সবদেশেই এই ডিমান্ড চার্জ হিসাব করা হয়। পার্শ্ববর্তী ভারত, শ্রীলংকা, ভুটানসহ পৃথিবীর অনেক দেশে এটাকে ফিক্সড চার্জ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং গ্রাহকদের নিকট থেকে মাসিক ভিত্তিতে ডিমান্ড চার্জ আদায় করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-২৯ : মিটার রেন্ট কী? মিটার রেন্টের পরিমাণ কত? কতদিন মিটার রেন্ট দিতে হবে? গ্রাহকের টাকায় কেনা মিটারের জন্য মিটার রেন্ট দিতে হয় কিনা?

উত্তর : গ্রাহক যদি প্রিপেইড মিটারের মালিক হন অর্থাৎ যদি গ্রাহক নিজে মিটার ক্রয় করে, সেক্ষেত্রে কোনো মিটার ভাড়া দিতে হয় না। প্রিপেইড মিটারটি ডিপিডিসি কর্তৃক প্রদান করা হলে, গ্রাহককে প্রতি মাসে ০১ (এক) বার সিঙ্গেল-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে ৪০ টাকা এবং থ্রি-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা মিটার ভাড়া হিসেবে দিতে হবে। ডিপিডিসির মালিকানাধীন প্রিপেইড মিটার আপনি যতদিন ব্যবহার করবেন, ততদিনই আপনাকে মিটার ভাড়া প্রদান করতে হবে। কারিগরি ত্রুটি কিংবা মিটারের লাইফটাইম শেষ হওয়ার কারণে প্রিপেইড মিটারটি নষ্ট হলে, ডিপিডিসি কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে প্রিপেইড মিটারটি গ্রাহকের আঙিনায় প্রতিস্থাপন করে দিবে এবং গ্রাহককে মাসিক ভিত্তিতে মিটার ভাড়া প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন-৩০ : প্রিপেইড গ্রাহকদের যেমন ডিমান্ড চার্জ, ভ্যাট এবং মিটার রেন্ট দিতে হয়, পোস্টপেইড গ্রাহকদের ক্ষেত্রেও ডিমান্ড চার্জ, ভ্যাট এবং মিটার রেন্ট কি দিতে হয়?

উত্তর : হ্যাঁ। পোস্টপেইড গ্রাহকদের ডিমান্ড চার্জ, ভ্যাট এবং মিটার রেন্ট দিতে হয়। প্রিপেইড গ্রাহকদের মতো পোস্টপেইড গ্রাহকদের ডিমান্ড চার্জ এবং ভ্যাট একই হারে ধার্য করা হয়। যেহেতু প্রিপেইড মিটার এবং পোস্টপেইড মিটারের দামে পার্থক্য রয়েছে, সেকারণে প্রিপেইড মিটার এবং পোস্টপেইড মিটারের মিটার রেন্টের পরিমাণ ভিন্ন হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-৩১ : ছুটির দিনে প্রিপেইড মিটারের ব্যালেন্স শূন্য হয়ে গেলে বিদ্যুৎ সংযোগ কি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়?

উত্তর : না। গ্রাহকের অসুবিধার কথা চিন্তা করে সাপ্তাহিক ছুটির দিন, অন্যান্য বিশেষ ছুটির দিন ও ফ্রেন্ডলি আওয়ারে (বিকাল ৪টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা পর্যন্ত) মিটারে টাকা না থাকলেও মিটার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করবে না। এই সময় মিটার নেগেটিভ ব্যালেন্সে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। গ্রাহক পরবর্তীতে রিচার্জ করলে মিটার কর্তৃক উক্ত নেগেটিভ ব্যালেন্স সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-৩২ : প্রিপেইড মিটারে রিচার্জ করলে এনার্জি ব্যালেন্স হিসেবে যত টাকা মিটারে জমা হওয়ার কথা ছিল, ঠিক তত টাকাই মিটারে এনার্জি ব্যালেন্স হিসেবে কি দেখা যাবে? নাকি কম-বেশি হয়ে থাকে?

উত্তর : প্রিপেইড মিটারে রিচার্জ করলে এনার্জি ব্যালেন্স হিসেবে যত টাকা মিটারে জমা হওয়ার কথা ছিল, ঠিক তত টাকাই মিটারে এনার্জি ব্যালেন্স হিসেবে দেখা নাও যেতে পারে। কম-বেশি হতে পারে। প্রিপেইড মিটারে যদি রিচার্জের পূর্বে কোনো ব্যালেন্স থাকে, সেক্ষেত্রে প্রিপেইড মিটারে রিচার্জ করলে এনার্জি ব্যালেন্স হিসেবে যত টাকা মিটারে জমা হওয়ার কথা ছিল, সেই টাকার সাথে পূর্ববর্তী ব্যালেন্স যোগ হয়ে মোট এনার্জি ব্যালেন্স বেশি হবে। আবার, প্রিপেইড মিটারটি যদি ফ্রেন্ডলি আওয়ারে নেগেটিভ ব্যালেন্সে চলে, সেক্ষেত্রে রিচার্জ করার পর ফ্রেন্ডলি আওয়ারে ব্যবহৃত টাকা এনার্জি ব্যালেন্স থেকে বিয়োগ হয়ে বাকি টাকা মিটারে যুক্ত হবে। গ্রাহক যদি ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স ব্যবহার করে থাকেন, সেক্ষেত্রেও পরবর্তী রিচার্জ করার পর এনার্জি ব্যালেন্স থেকে ব্যবহৃত ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স বিয়োগ হয়ে বাকি টাকা মিটারের এনার্জি ব্যালেন্স হিসেবে যুক্ত হবে।

১০। উপসংহার

বিদ্যুৎ খাতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিদ্যুতের সাশ্রয়ী, দক্ষ, নিরাপদ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে চলছে। প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমে গ্রাহকগণ মিটার থেকে নিজের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নিতে পারে এবং তার প্রয়োজন অনুসারে সহজেই নিকটস্থ ভেন্ডিং স্টেশন থেকে প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ করতে পারে। প্রি-পেইড মিটারের কারিগরি ও ব্যবহারিক বিষয়াদি সম্পর্কে গ্রাহকের জানা থাকা আবশ্যক। প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারকারী গ্রাহকগণকে মিটারসমূহ ব্যবহারে অধিক যত্নশীল ও দায়িত্ববান হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারের অত্র ম্যানুয়ালটি গ্রাহকদের জন্য প্রি-পেইড মিটার ব্যবহার বিধি ও সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা প্রদানে সহায়ক হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি। দায়িত্বশীলতা ও যত্নের সাথে যথাযথ পদ্ধতিতে প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরনের জন্য ডিপিডিসি কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের নিকট থেকে একান্ত সহযোগিতা কামনা করছে।

সমাপ্ত